চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 97 Thursday, 7 March, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৯৭ সংখ্যা ✱ ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৭ মার্চ, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

রোগীদের সুস্থ করতে চিকিৎসকদের সহযোগী যে সমস্ত সিনিয়র নার্স কাজ করেন, তাদের সম্মান জানাতে যুগ্ম নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পদ তৈরি করা হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন এক চা শ্রমিক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে।জখম শ্রমিকের নাম আশ্রিতা বড়া (৫০)। ...বিস্তারিত পাতা ৫

অনেকক্ষণ ধরে মনটা উশখুশ করছিল, শৌচাগারে গিয়ে ধরিয়েই ফেললেন বিড়ি। সবে সুখটান দিতে শুরু করেছেন, এমন সময়ই দরজায় টোকা। ...বিস্তারিত পাতা ৬

জাতীয় টিমের ডিউটি না থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে, বিসিসিআই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে ক্রিকেটারদের। বোর্ডের ফতোয়া যদি না মানেন, কী শাস্তি হতে পারে? ..বিস্তারিত পাতা ৮

গঙ্গার নীচে চালু মেট্রো, তিলোত্তমার মুকুটে নতুন পালক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ দেশের মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম মেট্রো পরিষেবা রেল চালু হয়েছিল। আর সেই কলকাতা মেট্রোর মুকুটেই নতুন পালক যুক্ত হল। দেশে প্রথম কোনও শহরে গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটল মেট্রো রেল। চারটি স্টেশন-হাওড়া ময়দান, হাওড়া স্টেশন, মহাকরণ, এসপ্ল্যানেড স্টেশন। সব মিলিয়ে ৪.৮ কিলোমিটার। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই মেট্রো পথে সফল মহড়া হয়েছে। গত বছরের শেষে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। অবশেষে বুধবার গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো যাত্রার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে গঙ্গার নীচের মেট্রো উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে দেশের আরও পাঁচটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন তিনি। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে মেট্রো উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উদ্বোধনের পর মেট্রোয় সফর করেন প্রধানমন্ত্রী, কথা বলেন স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গেও। সুড়ঙ্গ পথ পার হওয়ার সময়ে যাত্রীদের বিশেষ অনুভূতি দিতে নীল রঙের এলইডি আলো বসানো হয়েছে। সেই নীল আলোর সঙ্গে ফোনে নেটওয়ার্ক থাকার প্রযুক্তিও রেখেছে রেল। জলস্তরের ৩৫ মিটার নীচ দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার বসানো হয়েছে। তাতে ফাইভ জি গতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ মিলবে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই উদ্বোধন হল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত অংশের। প্রায় দশতলা বাড়ির সমান গভীরতায় গঙ্গার নীচে সুড়ঙ্গপথে ছুটল মেট্রো। পশ্চিমবঙ্গকে ১৫,৪০০ কোটি টাকার উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে দেশ ও কলকাতার আরও কয়েকটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন তিনি।

লোকসভার আগে নয়া জল্পনা নবান্নে সৌরভ, দেখা মমতার সঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগেই নবান্নে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতেই নবান্নে পৌঁছেছেন তিনি। যদিও কেন আচমকা নবান্নে গেলেন সৌরভ, তা জানা যায়নি। লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি। বাংলাতেও একের পর এক চমকে দেওয়া নামকে দলে নিচ্ছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে পিছিয়ে নেই তৃণমূলও। বাংলার ৪২টি আসনে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। এহেন পরিস্থিতিতে বুধবার বিকেলে আচমকাই নবান্নে পৌঁছে যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ভবনে যান তিনি। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। প্রায় আধঘণ্টা তাঁদের মধ্যে কথা হয়। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নবান্ন ছেড়ে চলেও যান তিনি। নির্বাচনের আবহেই আধ ঘণ্টার বৈঠক। কী আলোচনা হল দুজনের মধ্যে?

অধীরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য মামলা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ রাহুল গান্ধীর ন্যায়যাত্রায় উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ উঠল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে। যার জেরে অধীরবাবুর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করল রাজ্য পুলিশ। কংগ্রেস নেতাকে নোটিশও পাঠানো হয়েছে।এর বিরুদ্ধে বুধবার পালটা কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলার শুনানি। ৩১ জানুয়ারি মালদহের হরিশচন্দ্রপুরে ঢোকে ন্যায়যাত্রা। সেখানে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন অধীর চৌধুরী। সেখানে ভিড়ের চাপে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। পুলিশের দাবি, সেই সময় অধীরবাবু এমন কিছু উসকানিমূলক মন্তব্য করেন যাতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন কংগ্রেস সমর্থকরা। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন পুলিশকর্তারা। এই প্রেক্ষিতে অধীরবাবুর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়।

'টাকা ছিল না, সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে বেড়াতাম'

বাংলার প্রত্যেক মা, বোন আমার পরিবার', দৃপ্ত ঘোষণা মোদীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, বারাসাত, ৬ মার্চ ঃ আগামী ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। তার আগে বুধবার বারাসতে রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলার নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন জনসভার শুরুতেই দেশের নারী শক্তির জয়গান করেন তিনি। এর পাশাপাশি তৃণমূলকে তুলোধনা করে সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তুলে সরব হন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, সন্দেশখালিতে যা হয়েছে তাতে যে কারও মাথা লজ্জায় ঝুঁকে যাবে। এদিনের সভায় সন্দেশখালির মহিলাদের আন্দোলনের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্দেশখালি নারীশক্তির জোর। সন্দেশখালিতে যা হয়েছে, যে কারও মাথা লজ্জায় ঝুঁকে যাবে। পাশাপাশি এই ঘটনায় তৃণমূল সরকারকে একহাত নিয়ে বলেন, তৃণমূল অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করে গিয়েছে। তৃণমূল সরকার মা-বোনদের সুরক্ষা দিতে পারে না। বাংলা নারীশক্তির প্রেরণা কেন্দ্র। তৃণমূল সরকার ঘোর পাপ করেছে। অত্যাচারী নেতার ওপর ভরসা করার পাশাপাশি অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূল। এই ঘটনায় রাজ্য যে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে সে কথাও এদিন মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলার মা, বোনেদের নিজের পরিবার বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়াও লোকসভা নির্বাচনের আগে 'পরিবারবাদ ইস্যুতে সরগরম জাতীয় রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী নেতা লালু প্রসাদ যাদব। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে পাল্টা বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। লালুর সেই মন্তব্যের পাল্টা বারাসতের জনসভা থেকে নরেন্দ্র মোদী বলেন, কেন্দ্রে এনডিএ'র প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত বুঝে ওরা (বিরোধীরা) ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এখন সর্বশক্তি দিয়ে গালি দেওয়া শুরু করেছে আমাকে। দুর্নীতিগ্রস্তরা এখন আমার পরিবার নিয়ে কথা বলছে। ওরা বলছে, আমার পরিবার নেই বলে পরিবারবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি। পরিবারবাদিরা এখানে এসে দেখুন এটাই মোদীর পরিবার। গোটা দেশের মা বোনেরা মোদির পরিবার। যারা এখানে এসেছেন, সারা দেশ থেকে যারা এই অনুষ্ঠানে নজর রেখেছেন এরা সবাই আমার পরিবার। বাংলার প্রত্যেক মা, বোনেরা আমার পরিবার। মোদীর জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এই পরিবারের জন্য সমর্পিত। মোদীর কষ্ট হলে এই মা, বোনেরা কবচ হয়ে মোদীকে রক্ষা করেন। আমার জন্য বাংলার মা, বোনেরা দুর্গার মতো উঠে দাঁড়ায়। গোটা দেশ এখন নিজেদের মোদির পরিবার ভাবে। বিরোধিরা কে কি বলছে তা নিয় মোদী মাথা ঘামায় না।

সোনিয়ার শূন্যস্থানে রায়বরেলিতে প্রিয়াঙ্কাকেই চান কংগ্রেস সমর্থকরা

রায়বরেলি, ৬ মার্চ ঃ শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবার লোকসভার বদলে রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসন তথা কংগ্রেসের গড় রায়বরেলিতে এবার কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে সেখানকার কংগ্রেস নেতা-কর্মী-সমর্থকদের দাবি, সোনিয়ার বিকল্প হিসেবে এই কেন্দ্রে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকেই প্রার্থী করা হোক। আর এই নিয়ে রায়বরেলি জুড়ে ছেয়ে গেছে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর পোস্টার। রায়বেরেলি থেকে কংগ্রেসের সম্পর্ক বহুদিনের। এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী। বিগত দুই দশক ধরে এই আসনে জয়ী হয়ে লোকসভার সদস্য ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তবে এবার তিনি লোকসভা নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন সোনিয়া। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সোনিয়া এখান থেকে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় একদা কংগ্রেসের 'দূর্গ রায়বরেলি এখন রক্ষীহীন। রায়বরেলি থেকে কে ভোটে লড়বে তা যদিও এখনও ঘোষণা করেনি কংগ্রেস। তবে এখানকার কংগ্রেস সমর্থকরা চান প্রিয়াঙ্কাকেই। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলেও এই আসনটি কংগ্রেসের দখলেই ছিল। তাই এবারে বিজেপি এই আসনটি জিততে মরিয়া। ২০১৯ সালে এই আসনে বিজেপি প্রার্থী দীনেশ প্রতাপ সিং সোনিয়া গান্ধীর কাছে প্রায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন।

ভবানী ভবনে সিবিআই, শাহজাহানকে নিয়ে এসএসকেএমে উপস্থিত সিআইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নেওয়া নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে নয়া টুইস্ট। ভবানী ভবনে অপেক্ষায় সিবিআই। অথচ অন্য পথ দিয়ে সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতাকে নিয়ে বেরল সিআইডি। স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশের পরেও জারি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বনাম রাজ্যের লড়াই। কলকাতা হাই কোর্টের দেওয়া ডেডলাইন পেরিয়ে গেলেও শেখ শাহজাহানকে হস্তান্তর করেনি সিআইডি। সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতাকে এখনও হাতে পায়নি সিবিআই। তাই ফের আদালতের দ্বারস্থ ইডির আইনজীবীরা। বিচারপতিরা না থাকায় ফের এজলাস বসাতে অনুরোধ আইনজীবীদের। সন্দেশখালি কাণ্ডে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের তরফে ন্যাজাট এবং বনগাঁ থানার মোট তিনটি মামলার তদন্তভারই সিবিআইকে হস্তান্তর করা হয়। নির্দেশ ছিল, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে শেখ শাহজাহানকে তুলে দিতে হবে সিবিআইয়ের হাতে। সেই মতো বিকেলে ভবানী ভবনে পৌঁছন সিবিআই আধিকারিকরা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করলেও শাহজাহানকে হেফাজতে পাননি তাঁরা। রাজ্যের হাতিয়ার ছিল সুপ্রিম কোর্টে করা রাজ্যের আবেদন। কিন্তু বুধবার সেই বাধাও কেটে যায়। বুধবার সকালে হাই কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। ফলে শাহজাহানকে নিজেদের হেফাজতে নিতে বাধা নেই সিবিআইয়ের। এদিকে, রাজ্যের বিরুদ্ধে ফের হাই কোর্টে যায় ইডি। অভিযোগ তোলে অসহযোগিতার। সেই প্রেক্ষিতে বুধবার দুপুরে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন জানিয়ে দেন পুরনো রায়ই বহাল রইল। বিকেল সোয়া চারটের মধ্যে সিবিআইয়ের হাতে শেখ শাহজাহানকে হস্তান্তর করতে হবে বলেই জানায় হাই কোর্ট। সেই রায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই ভবানী ভবনে পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তবে নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেলেও শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে পায়নি সিবিআই। তাতে ক্ষুব্ধ ইডি। ফের হাই কোর্টের দ্বারস্থ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। বিচারপতিদের ফের এজলাসে বসার অনুরোধ ইডির আইনজীবীদের।

রাজ্য সরকার-বিশ্বব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার দূর্যোগ প্রবন সুন্দরবনের নদী বাঁধ, বনসৃজন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটিয়ে সেখানে বসবাসকারী বাসিন্দাদের জীবন ও জীবিকা সুনিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চার হাজার ১০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে আজ নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রীসভার সদস্য ডঃ শশী পাঁজা পরে সাংবাদিকদের বলেন, শোর নামে এই প্রকল্পে সুন্দরবনের ৩৯ টি দ্বীপের ৫০ শতাংশ নদী বাঁধকে আরও সুরক্ষিত করা ছা।।ও ভূমিক্ষয় রুখতে ম্যানগ্রোভ প্রকল্প রয়েছে। নতুন বাঁধ তৈরির ক্ষেত্রে বাসিঃদাদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরনের বিষয়টিও দেখা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার মোট প্রকল্প খরচের এক হাজার ২৩০ কোটি টাকা খরচ করবে। বাকি টাকা দেবে বিশ্বব্যাংক। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

বাড়ল অঙ্গনওয়াড়ি-আশা কর্মীদের বেতন, ফেসবুকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ প্রতীক্ষার অবসান হল বলে মনে হচ্ছে। ফেসবুকে একটি ৪৯ সেকেন্ডের ভিডিও পোস্ট করে বিশেষ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের মাসিক বেতন বাড়ানো হল। তিনি বলেন, বাংলার মানুষের সুখ-দু ঃখের খেয়াল রাখা, তাঁদের হিতার্থে দিবারাত্রি কাজ করে যাওয়ার জন্য - আমি এবং আমার জনদরদি মা-মাটি-মানুষের সরকার সদা সচেষ্ট। আজ থেকে আমাদের গর্ব, সমাজের দিশা-আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি করা হল। আমি আমৃত্যু এইভাবেই আপনাদের জন্য কাজ করে যাব। আপনারা ভালো থাকলেই, আমার ভালো থাকা। জয় হিন্দ! জয় বাংলা! মুখ্যমন্ত্রী জানান, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের এপ্রিল মাস থেকে ৭৫০ টাকা করে বেতন বাড়ানো হল। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই লিখেছিলেন, আগামিকাল সকাল ১০টায় সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে একটি বিশেষ ঘোষণা করা হবে। এই পোস্টের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়ে যায় জোর চর্চা। ঠিক কী ঘোষণা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী! যদিও তা নিয়ে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তবে এদিন ১০টা বাজতেই জল্পনার অবসান ঘটে। লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় ঘোষণা তাঁর। যাতে উপকৃত হবেন বহু আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই সময়ই বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকাল ১০টা নাগাদই তাঁর গঙ্গার নিচ দিয়ে নয়া মেট্রো রুটের উদ্বোধনের কথা ছিল। সেই সময়টিকেই বিশেষ ঘোষণার জন্য বেছে নিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সবাইকে চমকে দিয়ে দিয়ে তিনি রাজ্যের সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তা এই বাবে দিলেন।

বিজেপি-তে পা রাখতে চলেছেন তাপস রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ বিধানসভায় তাপস রায়ের ইস্তফাপর্ব মিটল না। তিনি বুধবার দুপুরে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ে ডাকে তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা সংক্রান্ত শুনানি ছিল। কিন্তু স্পিকার জানিয়েছেন, তাপসের ইস্তফায় পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। তাঁকে বৃহস্পতিবার আবার আসতে বলা হয়। কিন্তু তাপসবাবু বুধবার বিকেলেই বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন। বিধানসভায় যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তাপসবাবু। সেখানে জানিয়ে দেন, বিকেলে তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকেও আক্রমণ করেন তিনি। তাপসবাবু বলেন, 'বাংলা যা চিত্র, তা কেউ চায়নি। কত মানুষ রক্তাক্ত হয়েছে। বগটুইয়ের মতো ঘটনা অনেক হয়েছে। তার পর সন্দেশখালি। সন্দেশখালিতে যা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। জলদস্যুদের পাশে কোনও সরকার দাঁড়াতে পারে, ভাবা যায় না। হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও এটা হচ্ছে। বাংলার মানুষ এটা কোনও দিন চায়নি।'' প্রসঙ্গত, মূলত তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিরোধ এবং দলে সম্মান ও স্বীকৃতি না পাওয়ার অভিযোগ এনে চলতি মাসের গোড়া থেকেই সরকারি এবং দলের নানা পদ ত্যাগ করেন তাপসবাবু। সম্প্রতি তাঁকে দলে ধরে রাখার নানা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলের খবর, এই অবস্থায় খুঁত বার করে তাঁকে শেষ মুহূর্তে অস্বস্তিতে ফেলার কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

জল্পনা তুঙ্গে

মোদি ও কমিশনের রাজ্য সফরের পরই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ কবে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন, প্রশ্ন উটছে তা নিয়ে। আপাতত সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের। মনে করা হচ্ছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তেমন ঘোষণা হওয়া মুশকিল। কেননা ১৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফর। সূত্রের দাবি, তার পরই ঘোষিত হতে পারে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। মনে করা হচ্ছে, সেই হিসেবে ১৪ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যেই ঘোষণা করা হতে পারে। উল্লেখ্য, বুধবার বঙ্গ সফরে এসেছেন মোদি। সেখান থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এভাবেই পর পর বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছেন তিনি। আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ৭ মার্চ শ্রীনগরে যাবেন তিনি। এর পর অরুণাচল, উত্তরপ্রদেশ. হরিয়ানা, গুজরাটের মতো বহু রাজ্যেই যাওয়ার কথা তাঁর। ১৩ মার্চ শেষ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এই একগুচ্ছ কর্মসূচি। মনে করা হচ্ছে, এর পরই অর্থাৎ ১৪ বা ১৫ তারিখেই হতে পারে ঘোষণা। এমনকী, ১৩ মার্চ সন্ধ্যাবেলাতেও নির্বাচনের দিনক্ষণ জানাতে পারে কমিশন। সোনা যাচেছ তেমনই। অন্যদিকে, কমিশনের সদস্যরাও বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটপ্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সফর করছেন। সেই সফরও শেষ হওয়ার কথা ১২-১৩ তারিখ নাগাদ। সেই সময় জম্মু ও কাশ্মীরে সফর করবে কমিশন। কাজেই সেদিক বিচার করেও একথা বলাই যায়, এর পরই দেশে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। প্রসঙ্গত, এবারের নির্বাচনে আমলাদের বদলির ক্ষেত্রে আরও কড়া হওয়ার কথা জানিয়েছে কমিশন। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতি কমিশনের নির্দেশ, কোনওভাবেই কোনও আমলাকে এক জেলা থেকে বদলি করে এমন অন্য কোনও জেলায় পাঠানো যাবে না, যা একই সংসদীয় কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে।

অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনার রেশন কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার লোকসভা ভোটের আগে আরও ৬৫ হাজার পরিবারকে অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনার রেশন কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ১ লক্ষ ৭০ হাজার দরিদ্র পরিবার উপকৃত হবে। এজন্য চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে সংশ্লিষ্ট জেলার আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের নতুন তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মাপকাঠিতেই এই কার্ড বণ্টন করা হবে বলে খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় আমাদের রাজ্যে ৬ কোটি রেশন কার্ড আছে। এর মধ্যে রয়েছে, এএওয়াই অর্থাৎ অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনা, এসপিএইচএইচ এবং আর পিএইচএইচ। এদের মধ্যে এএওয়াই রেশন কার্ড পরিবার ভিত্তিক। অর্থাৎ পরিবারের জন্য একটাই কার্ড।

আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল পরিবারের জন্য এই প্রকল্পে চাল গম মিলিয়ে মাসে ৩৫ কেজি দেওয়া হয় বিনামূল্যে। এছাড়াও সময়ে সময়ে এই প্রকল্পের উপভোক্তাদের চিনি ও অন্যান্য রেশন সামগ্রী বিনা পয়সায় দেওয়া হয় । রাজ্যের ৬৫ লক্ষ পরিবার ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের পরিষেবা পেয়ে থাকেন। এবার আরও ৬৫লক্ষ পরিবারকে এই অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনার অধীনে আনা হচ্ছে।

ফের একবার রাজধানীর রাজপথে কৃষক মহল

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ পুনরায় একবার 'দিল্লি চলো' স্লোগান নিয়ে ৬ মার্চ আন্দোলনে সামিল হতে চলেছে সমগ্র কৃষকরা। দাবি আদায়ে আন্দোলনরত কৃষকরা ৬ মার্চ দিল্লিতে মিছিল করার ঘোষণা করেছেন। আজ বুধবার রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার সহ সারা দেশের অনেক রাজ্যের কৃষকরা দিল্লি পৌঁছবেন আন্দোলনে সামিল হতে। রবিবার ৩ মার্চ কিষান মোর্চা এবং সম্মিলিত অ রাজনৈতিক কৃষক মোর্চা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন দুই সংস্থা সহ বুধবার ৬ মার্চ একত্রে দিল্লিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানান।

ডিসিপি রাজীব কুমার জানিয়েছেন, ' আজ থেকে দিল্লির দিকে যাত্রা শুরু করতে পারেন সেই কারনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে

এবং পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া যানবাহন চলাচল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে'।এই আন্দোলনের জন্য দিল্লি পুলিশ টিকরি, সিংগু এবং গাজিপুর সীমান্তে, রেল ও মেট্রো স্টেশন এবং বাস স্ট্যান্ডে করা নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করেছে। ইউনাইটেড কিষাণ মোর্চা, বিকেইউ উগ্রাহন, ক্রান্তিকারি কিষাণ ইউনিয়ন এবং বিকেইউ ডাকাউন্ড-র প্রধান দলগুলি ৫ মার্চ মঙ্গলবার পাটিয়ালার পুড্ডা মাঠে একটি বিশাল সমাবেশ করেছে। এই উপলক্ষে কৃষকরা বিপুল সংখ্যক জড়ো হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় এবং সমস্ত দাবি পূরণের আবেদন জানায়। দাবি না মানলে আন্দোলন আরও দীর্ঘ এবং কঠোর হবে এই হুঁশিয়ারি দেয় আন্দোলনকারি কৃষক মহল। কৃষকদের এই আন্দোলন নিয়ে সারা দেশে সাড়া পনে গিয়েছে। দেশের সমস্ত কৃষকরাই এই আন্দোলনকে সমর্থন করছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ অনুরাগের, বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

হামিরপুর, ৬ মার্চ ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। বুধবার কংগ্রেসের সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, অনেক সময়, কংগ্রেস এবং তাঁদের সহযোগী দলগুলি হয.সনাতন ধর্ম অথবা হিন্দু কিংবা ভগবান রাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছে ও অপমান করেছে। অন্যদিকে, তারা 'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং'-এর পাশে দাঁড়িয়েছে, যাদের একমাত্র লক্ষ্য, ভারতকে বিভক্ত করা। তাঁরা নিজেদের বিজয় উদযাপনের জন্য পাকিস্তানপন্থী স্লোগান দেয়।এদিন সকালে হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, এখন একজন ব্যক্তি যিনি আগে বিশাল দুর্নীতি কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন, নিজস্ব সীমা অতিক্রম করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে কংগ্রেসের হয়ে.ব্যাটিং করছেন এবং ভারত-বিরোধী, সনাতন-বিরোধী এবং রাম-বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। কংগ্রেসের কাছে আমার প্রশ্ন, কে তাঁকে রক্ষা করছে? এ রাজা এবং ডিএমকে যা বলছে কংগ্রেস কি তাতে সমহ্? কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা উত্থাপিত পাকিস্তানপন্থী স্লোগানে তাঁরা কি সহমত? কংগ্রেস কি ভারতকে একটি দেশ হিসেবে বিবেচনা করে না?... নির্বাচন ঘনিয়ে এলে কেন বিভাজনের রাজনীতি বাড়ছে?

মধ্যপ্রদেশের সাতনায় উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস

সাতনা, ৬ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি যাত্রীবোঝাই বাস। বুধবার ভোররাতে সাতনা জেলার সাতনামাইহার বাইপাসের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন, তবে প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ জানিয়েছে, ব। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, সাতনা থেকে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে যাচ্ছিল বাসটি। বুধবার ভোররাতে মাইহার বাইপাসে সঙ্গম বেলার কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। বাসটি দ্রুত গতিতে ছুটছিল এবং সামনে একটি বাইক চলে আসার কারণেই বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাস উল্টে গেলে অনেক যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ফের দিল্লি চলো কর্মসূচি কৃষকদের, গাজীপুর-সহ অন্যত্র আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃবুধবার থেকে আবারও ' দিল্লি চলো' কর্মসূচি শুরু করতে চলেছেন কৃষকেরা। দেশ জুড়ে সকল কৃষককে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার নেতা সরবন সিং পান্ধের। গত ৩ মার্চ তিনি কৃষক আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন। সরবন কর্মসূচির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ' ট্র্যাক্টর নিয়ে দিল্লি ঢুকতে পারবেন না, তাঁদের ট্রেন বা অন্যান্য পরিবহণে করে রাজধানী যেতে পারেন।''কৃষকদের দিল্লি চলো কর্মসূচির প্রেক্ষিতে দিল্লির সমস্ত সীমানায় নিরাপত্তা বা।।নো হয়েছে। দিল্লির গাজিপুর সীমানায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। দিল্লির শাহদারা সীমানাতেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এছা।।ও দিল্লির সিংঘু সীমানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। মোতায়েন রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী।

আগ্রা মেট্রোর শুভসূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

আগ্রা, ৬ মার্চ ঃ আগ্রা মেট্রোর অগ্রাধিকার করিডরের শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার কলকাতা থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে আগ্রা মেট্রোর অগ্রাধিকার করিডরের শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনের পর মেট্রোয় সফর করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি আনন্দ ব্যক্ত করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, উত্তর প্রদেশ মেট্রো কর্পোরেশন কানপুর মেট্রো এবং এখন আগ্রা মেট্রোতে নিজেদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য

প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত কাশ্মীর, ৭ মার্চের সফরকে ঘিরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

শ্রীনগর, ৬ মার্চ ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত কাশ্মীর উপত্যকা। ৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার শ্রীনগরের বক্সী স্টেডিয়ামে একটি জনসভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ২০১৯ সালের আগস্টে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর এই প্রথম কাশ্মীর উপত্যকায় পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে জম্মুতে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন তিনি।কাশ্মীর উপত্যকা ওয়েলকাম গেট, হোর্ডিং ও পতাকায় সেজে উঠেছে। পাশাপাশি আঁটোসাঁটো করা হয়েছে সুরক্ষা ব্যবস্থা। ৭ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীনগরের শহরের বক্সি স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে সেই অনুষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া সুবিধাভোগীদের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী মতবিনিময় করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

দুর্নীতি, তোষণ ও ''পরিবারবাদ'' ভারতীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করার তিনটি স্তম্ভে পরিণত হয়েছেঃমেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ দুর্নীতি, তোষণ ও ''পরিবারবাদ'' ভারতীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করার তিনটি স্তম্ভে পরিণত হযেছে। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ভগবান রাম আমাদের দেশের আত্মা।বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, রাম আমাদের দেশের আত্মা। শুধু তাঁরাই এই সব নিয়ে কথা বলে যারা এই সত্যটা জানেন না। দুর্নীতি, তোষণ ও ''পরিবারবাদ'' ভারতীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করার তিনটি স্তম্ভে পরিণত হয়েছে এবং গণতন্ত্রকে শক্তিঃশালী করার জন্য সেগুলির ওপর আঘাত হানতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর ব্যক্তিঃগত আক্রমণ করে কারও উপকার হয় না, কারণ আমরাও তাঁর গর্বিত পরিবারের সদস্য।

কাশ্মীরে ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস, ১২-১৪ মার্চ বদলে যাবে আবহাওয়া

শ্রীনগর, ৬ মার্চ ঃকাশ্মীরে ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানাল আবহাওয়া দফতর। আগামী ১২ থেকে ১৪ মার্চের মধ্যে কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ১০ মার্চের আগে আবহাওয়া বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ১২ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বেশিরভাগ অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।কয়েকটি অঞ্চলে ভারী তুষারপাতও হতে পারে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে, ভ্রমণকারী এবং পর্যটকদের সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করার এবং প্রশাসন ও ট্রাফিক পুলিশ বিভাগের জারি করা পরামর্শগুলি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আবহবিদরা আরও বলেছেন, পাহাড়ি এলাকার সাধারণ জনগণকে তুষারপাত প্রবণ এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কৃষিজীবীদের ওই সময়ে কৃষির কাজ বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়াছে।

লখনউয়ের কাছে বাড়িতে সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু পরিবারের ৫ সদস্যের, আহত আরও ৪ জন

লখনউ, ৬ মার্চ ঃউত্তর প্রদেশের লখনউয়ের কাছে একটি বাড়িতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৫ জন সদস্য। এছাড়াও আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে (রাত ১১.৪৫ মিনিট) মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে লখনউ শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে কাকোরি এলাকায়। মৃতরা হলেন - মুশির আলী (৫০), তাঁর স্ত্রী হুসনা বানো (৪৫), পরিবারের

বারাসতের সভায় সন্দেশখালির গ্রামবাসীরা,প্রধানমন্ত্রী ' নির্যাতন-সন্দেশ শোনাতে চান নির্বাচনের ভারতকে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় যোগ দিতে সকাল হতেই বারাসতের উদ্দেশ্যে সন্দেশলির গ্রামবাসীরা । নতুনপাড়া, পাত্রপাড়া, মাঝেরপাড়া ও পুকুরপাড়া-সহ একাধিক গ্রাম থেকে দলবদ্ধ হয়ে মানুষজন সন্দেশখালি ফেরিঘাট পেরিয়ে ধামাখালি হয়ে আসতে শুরু করেছেন বারাসতে । সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা । প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনাতে চান মহিলারা। বিজেপির লক্ষ্য, সেই দৃশ্যকে মুহূর্তে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া। বারাসতের সভায় সন্দেশখালির মহিলাদের নিয়ে আসার। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলাদের নিয়ে কাছারি ময়দানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বিজেপি। আরামবাগ এবং কৃষ্ণনগরের সভায় মোদী সন্দেশখালি প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন। সেই সূত্র ধরে বারাসতে আক্রমণের

মাত্রা আরও বেশি হবে বলেই মনে করছেন বিজেপি নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, বারাসতের পাশের লোকসভা কেন্দ্র বসিরহাট। তারই অন্তর্গত সন্দেশখালি। মোদী বারাসতে সন্দেশখালি নিয়ে আরও বেশি করে আক্রমণাত্মক হতে পারেন বলেই মনে করছে দল। সেই কারণে এই সভাকে ' কর্মসূচির মঞ্চ' বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি।ঙসেই মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষা হবে জেনে উচ্ছ্বাসিত সংঃদশখালির মহিলারাও। বাসে চেপে সভার পথে চলা এক মহিলা বলেন, ' প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাচ্ছি। সেখানে মোদীকে আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলব। আরও কিছু বলার আছে, যেটা আমরা সভাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকেই বলব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা আমাদের বিপদের সময় পাশে দাঁড়াননি কিন্তু মোদী আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এ জন্য আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানাতে চাই।'' অপর এক মহিলা বলেন, ' ডেকেছেন। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে আমরা কী অবস্থায় বেঁচে আছি তা জানাব। তৃণমূলের অত্যাচারের বিষয়টি আমরা বলব। আমাদের আশা, তিনি ব্যাপারটা দেখবেন। তাই সবাই মিলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।''এই লক্ষেই সোমবার থেকে মহিলা মোর্চা সর্বভারতীয় স্তরে ' নামে কর্মসূচি শুরু করেছে। এর অঙ্গ হিসাবে সোমবার বিভিন্ন রাজ্যে ' ফর মোদী' শীর্ষক ম্যারাথন হয়েছে। মঙ্গলবার মোর্চা দেশ জুড়ে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে মহিলাদের বাইক মিছিলের পরিকল্পনা নিয়েছিল। বুধবার, তিন দিনের কর্মসূচি শেষ হচ্ছে বারাসতে মোদীর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে। সেই বক্তৃতা দেশের সর্বত্র সরাসরি সম্প্রচার করবে মহিলা মোর্চা। ঠিক হয়েছে, বিজেপির সাংগঠনিক জেলা কেন্দ্র এবং মণ্ডল মিলিয়ে মোট ৫,২৫৭ জায়গায় মহিলাদের সংগঠিত করা হবে। এর মাধ্যমে মোদী বারাসতের মঞ্চে সন্দেশখালির মহিলাদের সঙ্গে কথা বলছেন, সেই ছবি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। সেই লক্ষ্যেই সংঃদশখালি থেকে মহিলাদের আনা হচ্ছে বারাসতে। তবে, শুধু মহিলাদের হাজির করাই নয়, বারাসতে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চ ও সমাবেশস্থল মূলত মহিলাদেরই দখলে থাকবে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি বক্তা হতে পারেন মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি বনথি শ্রীনিবাসন এবং রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রের মতো মহিলা নেত্রীও।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি,৬মার্চঃআজ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনঃদন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক

রাজ্যের বিরুদ্ধে রায়ের অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন,'বিচারপতির আসনে বসেই বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ', অভিষেকের নিশানায় অভিজিৎ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপিতে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উক্তিকে হাতিয়ার করেই একেবারে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সন্ধ্যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী সঞ্জয় বসু জানিয়ে দিলেন, এ বার গত দু'বছরে অভিজিতের দেওয়া বিভিন্ন রায়ের নেপথ্যে ' প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করা হবে।ঙব্রিগেডের জন্য আসা কর্মীদের বিশ্রাম ও থাকার জন্য নিউটাউনের ইকো পার্কে শিবির তৈরি হয়েছে। প্রস্তুতি দেখতে মঙ্গলবার অভিষেক সেখানে যান। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন বিচারপতিকে নিশানা করেন। বলেন, স্পষ্ট করে একটা সত্যি কথা বলে দিয়েছেন উনি। হয়তো মুখ ফসকেই বলেছেন। তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পুরোটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেছেন অভিষেক। তার পর বিজেপির নেতাদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কোথায় কতটা মিল সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বলেন, আমার দু-তিনটে জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। এক, বিজেপির নেতারা আমার নাম নেন না। ভাববাচ্যে কথা বলেন। উনি (অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়) এখন প্রাক্তন বিচারপতি। পদত্যাগ করে দিয়েছেন। সেই প্রাক্তন বিচারপতিও ভাববাচ্যে কথা বলেছেন। আমার নাম নেননি। এই মিলটা খুব হন্টাররেস্টিং। আর দুই, উনি বলেছেন, ' অ্যাপ্রোচড দ্য বিজেপি, অ্যান্ড বিজেপি অ্যাপ্রোচড মি।' এটা খুব ইন্টাররেস্টিং।অভিষেক এই বক্তব্যের উপর জোর দিয়ে তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে বলেছেন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার অভিজিবাবু জানান, তিনি বিচারকের চেয়ারে বসে বিভিন্ন শুনানিতে যখন রায় দিয়েছেন, সেই সময় বিজেপির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করেই অভিষেক বলেন, বাকিটা আমি সাধারণ মানুষের কাছে ছেড়ে দিলাম। এর পরই সামনে আসে এই ইসুকে সামনে রেখেই সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন অভিষেক।

'অসুস্থ'বালুর জামিনের আর্জি,আদালতের কাছে সময় চাইল ইডি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলায় ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় (বালু) মল্লিক খুবই অসুস্থ, অবিলম্বে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন, এই দাবিকে সামনে রেখে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করলেন আইনজীবী।এর উত্তর দিতে সময় চাইল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার ফের এই মামলার শুনানি। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশালে ইডির বিশেষ আদালতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের আবেদন করা হয়। তিনি ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় জানান, ৬৬ বছর বয়সি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিভিন্ন অস্ত্রোপচার হয়েছে। শারীরিকভাবে তিনি দুর্বল। তিনি যে অসুস্থ, তা হাসপাতালগুলিই জানিয়েছে।গত অক্টোবরের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর একটি কিডনি ২৬ শতাংশ ও অন্য কিডনি ৭৬ শতাংশ কাজ করে। তাঁর শরীরের যা পরিস্থিতি, তাতে তাঁর প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। জেলে থেকে তাঁর চিকিৎসা সম্ভব নয়। চিকিৎসার জন্যই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী। ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, একটি বেসরকারি হাসপাতাল, সেনাদের কমান্ড হাসপাতাল, এস এস কে এম হাসপাতালের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে, জ্যোতিপ্রিয়র শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আর স্থিতিশীল না হলে তাঁকে হাসপাতাল ছেড়ে দিল কেন? জেলে থাকাকালীনও এমন কোনও রিপোর্ট আসেনি যে, তাঁর শরীরে খুব গুরুতর শারীরিক সমস্যা রয়েছে বা বিশেষভাবে চিকিসার প্রয়োজন। মামলা চলাকালীন ইডির আইনজীবী শেখ শাহজাহানের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। বিচারক জানান, তাঁরা কেউ চিকিৎসক নন।জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী জানান, এস এস কে এম ছাড়া অন্য যে কোনও হাসপাতালের চিকিসকের টিম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁর শারীরিক অবস্থা জানাক। যদিও ইডির পক্ষ থেকে এই আবেদনের ভিত্তিতে সময় চাওয়া হয়। জেলের পক্ষ থেকেও একটি মেডিক্যাল রিপোর্টের জন্য জ্যোতিপ্রিয়র পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়।

'চোরের সাক্ষী বিচারপতি' নাম না করে অভিজিৎকে কটাক্ষ সেলিমের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আমরা শুনেছিলাম, শুড়ির সাক্ষী মাতাল। কিন্তু চোরের সাক্ষী বিচারপতি এই প্রথম শুনলাম।যে বিচারপতিকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন বামপন্থীরা, সেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করল সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম অভিজিৎকে আক্রমণ করে বলেন, বিচারপতি আর বিজেপি নেতা এক নন।বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থানার মিলন সঙ্ঘ মাঠে সন্দেশখালির মানুষের প্রতি অবিচার-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সভা ছিল সিপিএমের। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন সেলিম। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সরকার, সত্যসেবী কর, বাবুল কর-সহ অনেক নেতা। বক্তৃতার মাঝে একাধিক বার অভিজিতের তীব্র সমালোচনা করেন সেলিম। বক্তৃতার মাঝে তিনি বলেন, বিচারপতি আর বিজেপি নেতা এক নন। তার রাজনৈতিক মতাদর্শ আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল। চাকরিপ্রার্থীদের সমস্যার শেষ দেখে ছাড়বেন বলেছিলেন। কিন্তু উনি বিজেপি দেখতে গেলেন। চাকরিপ্রার্থীরা তাঁর দিকে চেয়ে আশায় ছিলেন। কিন্তু তারা আশাহত হলেন।ঙএর পরেই তৃণমূলের সমালোচনাযও মুখর হন সেলিম। বাম নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ৩৪ বছর রাজত্ব করার পরেও ইডি বা সিবিআই দিয়ে বামপন্থীদের কোনও রকম ভয় দেখানো যাযনি। তৃণমূল ও বিজেপিকে একত্রে আক্রমণ করে তিনি বলেন, যাহা তৃণমূল তাহাই বিজেপি। বিজেপির নেতৃত্ব নেই বলেই তৃণমূল থেকে তারা অন্য নেতাদের ভয় দেখিয়ে হোক বা লোক দেখিয়ে হোক নিজেদের দলে টানছে। সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদও সেখানে নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সরব হন। তার দাবি, একমাত্র বামপন্থীরাই পারে সন্দেশখালিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে।সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই তদন্ত নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে সেলিম বলেন, আমরা চাই সত্য উদ্ঘাটিত হোক। আদালতের নজরদারিতে যদি তদন্ত হয়, তা হলে তদন্ত সঠিক পথে এগোবে।ঙ মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন অভিজি। ইস্তফা দেওয়ার পর বাড়ি ফিরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানেই তিনি জানিয়ে দেন, আগামী ৭ মার্চ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। কেন তিনি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, সে কথাও জানান অভিজি। এর পরেই তাঁর সমালোচনায় নামল সিপিএম।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৩ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ৪শঃ২৩ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৩ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্হ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। শুভ দিন।
বৃষভ রাশিঃমনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে।
মিথুন রাশিঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার আদর্শ যাতে হার না মানে সে সম্পর্কে আপনার বিশেষ সতর্ক
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগে করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃসুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়।
কুম্ভ রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি।
মীন রাশিঃঘুমন্ত আবস্থায় দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক ঝঞ্ঝাট পার হয়ে যাবে। আপনার মাধুর্যতা এবং ব্যক্তিত্ব আপনাকে কিছু নতুন বন্ধু তৈরি করতে সাহায্য করবে। কাজ চাপ আপনার

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে ক্যাশলেস চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ রাজ্য সরকার ভিন রাজ্যে কর্মরত এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে মন্ত্রীসভার সদস্য ডঃ শশী পাঁজা জানিয়েছেন। কোন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে দেশের যে কোন রাজ্যের সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে এই প্রকল্পে তাকে এই সুবিধা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি তিনি যদি এই রাজ্যে ফিরে এসে আবার হাসপাতালে ভর্তি হন সেই ক্ষেত্রেও তাকে এই সুবিধা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমানে ২৮ লক্ষ নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। এইদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষন ঘোষনার কথা মাথায় রেখে চালু থাকা সব প্রকল্পের কাজ আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজকের বৈঠকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

কুস্তিগীরদের যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে মোদীকে তোপ ডেরেকের

কলকাতা, ৬ মার্চঃ বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে বারাসাতে বুধবার সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভা থেকে নারীদের জন্য কল্যাণমূলক কথা উঠে আসে। পাশাপাশি, বর্তমান শাসক দল মহিলা বিরোধী, এমন অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর বিরুদ্ধে তোপ দাগার চেষ্টা করেছেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন।
ডেরেক প্রচারমাধ্যমকে বলেন, ‘কেন প্রতি ঘণ্টায় ৫১টি নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা ঘটছে সারা দেশে?য়কেন বিজেপির লোকসভায় মাত্র ১৩ মহিলা, ১৯৫ প্রার্থী তালিকায় কেন মাত্র ১৪ মহিলা? কেন কুস্তিগীরদের যৌন হয়রানির অভিযোগে বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি?’ এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন নীরব প্রশ্ন তুলেছেন ডেরেক। প্রসঙ্গত, মোদী এ দিন সভায় অভিযোগ করেছেন, বর্তমান শাসক দলের আমলে রাজ্যের মহিলাদের উন্নয়ন হয়নি, অন্যদিকে, বিজেপি সরকার সারা দেশে প্রায় ৩ কোটি মহিলাকে ‘লাখপতি দিদি’ বানানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আরও একগুচ্ছ পরিকল্পনায় সাফল্যের দাবিও করেছেন মোদী।

হাওড়া কোর্টের ঘটনায় চাঞ্চল্য

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ শুনে আদালত কক্ষেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন আসামী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মার্চঃ যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা শুনেই আদালতের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামী। বুধবার দুপুরে হাওড়া আদালতের ঘটনা। ঘটনার পরই অ্যাম্বুলেন্সে করে সাজাপ্রাপ্ত আসগার লস্করকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। জানা গেছে, গত ২০১০ সালে স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সাজা দেন তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক সৌগত রায়চৌধুরী। হাওড়ার পাঁচলায় দুই বছরের ছেলে এবং ছয় বছরের মেয়ের সামনেই হাত-পা বেঁধে স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা করে স্বামী আসগার ও শাশুড়ি। খুনের ঘটনার পর থেকে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় অভিযুক্ত মৃতার শাশুড়ি পলাতক। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দণ্ডপ্রাপ্ত আসগার জরির কাজ করত। ২০০২ সালে পাঁচলা থানা এলাকার সাহাপুর লস্কর পাড়ার বাসিন্দা আসগার লস্করের সঙ্গে বিয়ে হয় মারুফা বেগমের। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর বাড়িতে মারুফা বেগমের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হত। এই কারণে ২০১০ সালের ২৮ শে মার্চ আসগরের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা করা হয়। পরে তার মীমাংসাও হয়ে যায়। যদিও সেই কেস চলছিল। ঘটনাটি ঘটে ২০১০ সালে ১১ ডিসেম্বর। ঘটনার সময় মেয়েটির বয়স ছিল ছয় বছর এবং ছেলেটির বয়স ২ বছর। ঐ দিন রাত প্রায় পৌনে ১টা নাগাদ আসগার এবং মারুফার মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসে মারুফার শাশুড়ি আকতারি বেগম। মৃত মারুফার বয়ান অনুযায়ী আকতারি বেগমের প্ররোচনায় তার হাত-পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় আসগার। এই আগুনে হাত-পায়ের দড়ির বাঁধন দড়ি খুলে যায়। জ্বলন্ত অবস্থায় মারুফা দৌড়ে পাশের বাড়ি চলে যায়। জ্বলন্ত মায়ের পেছনে ছুটে যায় ছয় বছরের মেয়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মারুফাকে এরপর উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার শরীরে ৯৯ অগ্নিদগ্ধ হয়। অগ্নিদগ্ধ মারুফার বয়ানের ভিত্তিতে ওই দিন গ্রেফতার করা হয় স্বামী আসগারকে। ২০১০ সালের ২৪ ডিসেম্বর মারুফার মৃত্যু হয়। আসগারকে সংশোধনাগারে রেখেই চলছিল বিচারপর্ব। মামলায় মোট ১৬ জন সাক্ষ্য দান করেন। গত ৪ঠা মার্চ সোমবার আসামী আসগরকে ওসি সাব্যস্ত করেন বিচারক। এদিন তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করা হয়।

মানসিক অবসাদে নিজের বাবাকে খুন করে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা যুবকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মার্চ ঃ মানসিক অবসাদে নিজের বাবাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন এক যুবক। ওই সময়ে স্টেশনে কর্তব্যরত জিআরপি কর্মীদের চেষ্টায় যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় হাওড়ার বেলুড়ের রাজেন শেঠ লেনে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত হারাধন ঋত (৭০) এর দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বেলুড় থানার পুলিশ। জানা গেছে, রাজেন শেঠ লেনের পাড়ুই পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরেই ভাড়া থাকেন মৃত হারাধন ঋতের পরিবার। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল আগেই। একমাত্র ছেলে নারায়ণ বেলুড়ের অম্বিকা জুটমিলের স্থায়ী কর্মী। কয়েক বছর আগে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আইনসম্মত ভাবে নারায়ণের ডিভোর্সের পর ফের কয়েক মাস আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের এক পাত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় নারায়ণের। দ্বিতীয় স্ত্রীর এক ছোট পুত্রসন্তানও ছিল তাঁর আগের পক্ষের। গত সরস্বতী পুজোর সময় পুত্রকে নিয়ে স্ত্রী মথুরাপুরে বাপের বাড়ি যান। সেই থেকে তিনি আর ফেরেননি। মঙ্গলবার নারায়ণ তাঁর বিবাহিত দিদি ও আরও এক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে মথুরাপুর থেকে স্ত্রীকে আনতে যান। সেখানে অনেক চেষ্টা ও বোঝানোর পরও স্ত্রী বেলুড়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরতে না চাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন নারায়ণ। বুধবার সকালে ঘুমের মধ্যে বাড়িতেই নিজের বাবাকে মুখে বালিশ চেপে ধরে খুন করে ফেলেন তিনি। এরপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিদিকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করে লিলুয়া স্টেশনে আত্মঘাতী হওয়ার উদ্দেশে চলে যান নারায়ণ। সেখানে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু তার আগেই জিআরপির কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করেন।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের প্রতাপপুরে কাঠ চেরাই কলে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ মার্চ ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের প্রতাপপুর এলাকায় কাঠ চেরাই কলে ভয়াবহ আগুন। মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে দমকলের ২টি ইঞ্জিন এসে কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কাঠকলের পাশেই ছিল বেশ কিছু বাড়িঘর। আগুনের আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় হতাহতের খবর নেই।

খড়গপুরে রেল বস্তি উচ্ছেদে রুখতে আন্দোলনের নির্দেশ দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ খড়াপুরে রেলবস্তি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ও জলের লাইন কাটা এবং উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপ ধ্যায়। মঙ্গলবার মেদিনীপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে খড়াপুর তৃণমূলকে লাগাতার আন্দোলনের নির্দেশ দেন তিনি। বিশেষ দায়িত্ব নিতে বললেন খড়গপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রদীপ সরকারকে। মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার পথে আলাদা করে তাঁর সঙ্গে কথাও বললেন। কেন্দ্রীয় সরকারের রেল বিভাগের বিরুদ্ধে রণং দেহি মেজাজ যে ছাড়তে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী তাও মঙ্গলবার তিনি প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সোমবারই বিকেলে দলের মন্ত্রী, বিধায়ক ও জেলা পরিষদ সদস্যদের নিয়ে সার্কিট হাউসে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই খড়গপুরের প্রাক্তন বিধায়ক রেল কলোনিতে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার অভিযোগ তোলেন। যা শুনে প্রচণ্ড চটে যান মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘‘আমার কাছে দুঃখের খবর খড়গপুরে রেল কলোনির ৮টি ওয়ার্ডে নির্বাচনের আগে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বলা হয় বিজেপিকে ভোট না দিলে এলাকা থেকে সরিয়ে দেব। আমি এবার চ্যালেঞ্জ করে গেলাম একটা বাড়ির জল কাটলে, বিদ্যুৎ কাটলে, একটা উচ্ছেদ করলে মনে রাখবেন আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না আমরা ঘাসটাকে রক্ষা করি।’’

তার পরই খড়গপুরের নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন, রেগুলার যারা এই কীর্তি করে তাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করুন। প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করবে।মেদিনীপুর লোকসভার মধ্যে খড়গপুরে বিজেপির সংগঠন খুবই শক্তিশালী। এলাকার বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ও বিজেপির।

সাংসদ দিলীপ ঘোষ তো এই খড়গপুর থেকেই প্রায় ৪০ হাজার ভোটের লিড পেয়েছিলেন। ফলে খড়গপুরে এবার বিজেপিকে ধাক্কা দিতে চাইছে তৃণমূল। খড়গপুর শহরে একসময় নব্বই শতাংশ এলাকাই ছিল রেলের অন্তর্ভুক্ত। রেল আবাস, রেল কলোনি থেকে শুরু করে রেল সংক্রান্ত নানা সমস্যা আছে ওই এলাকায়। বিভিন্ন

সময়েই উচ্ছেদ অভিযান চলে রেলের পক্ষ থেকে। এবারও ভোটের আগে বিজেপির দিকে ভোট টানতে ফের উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ তোলেন প্রদীপ সরকার। এদিনও মঞ্চ থেকে নামার পথে কাছে ডেকে নেন প্রদীপকে। কথা বলেন তাঁর সঙ্গে।প্রদীপবাবু বলেছেন, ‘‘সবাইকে নিয়ে গণআন্দোলন করার নির্দেশ দিয়েছেন দিদি। মানুষের গণস্বাক্ষর সম্বলিত অভিযোগপত্রের একটা কপি তাঁর কাছেও পাঠাতে বলেছেন। তিনি নিজেও এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন।’’ উল্লেখ করা যেতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরদের বিদ্রোহের জেরে এই প্রদীপ সরকারকেই গত ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে খড়গপুর পুরপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

বর্তমানে তাঁর কোনও পদ নেই বলে দলনেত্রীর কাছে অনুযোগও জানান তিনি। তখনই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন দলনেত্রী। আর এদিন প্রশাসনিক সভামঞ্চেও বিধায়ক তথা জেলা চেয়ারম্যান দীনেন রায়কে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন প্রদীপকে দলের কাজে লাগানোর জন্য।

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘‘আমাদের সময়ের স্বনামধন্য চিত্র সাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের সংবাদে দুঃখিত। আমি তারাপদদাকে চিনতাম। বিভিন্ন বিখ্যাত ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের যে কভারেজ উনি করতেন তা আমি পছন্দ করতাম। সমসাময়িক ইতিহাসের এক বিকল্প ভাষ্য তৈরি হত তাঁর ছবিতে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করতে পারি, উনিই ছিলেন একমাত্র ফটোগ্রাফার যিনি দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ে সিপিএম গুন্ডাদের আমাকে খুন করার চেষ্টার ছবি তুলেছিলেন চলন্ত স্কুটার থেকে। সেই সময় আমি ছিলাম বিরোধী দলে।’’ প্রসঙ্গত, বুধবার সকাল সাড়ে সাতটায় তারাপদবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স ৭৮ বছর। কলকাতায় ১৯৪৬ সালে জন্ম প্রবীণ চিত্রগ্রাহকের। ছোট থেকেই ক্যামেরায় ছবি তোলার নেশা। সেই নেশা পরে পেশা হয় তাঁর। কলেজে পড়া শেষ হতেই তিনি ক্যামেরায় শিক্ষানবিশী শুরু করেন।

সিনিয়র নার্সদের জানানো হবে অনন্য সম্মান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ রোগীদের সুস্থ করতে চিকিৎসকদের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে যে সমস্ত সিনিয়র নার্স কাজ করেন, তাদের সম্মান জানাতে যুগ্ম নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট পদ তৈরি করা হয়েছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই পদে নিয়োগের জন্য রিক্রুটমেন্ট রুল অনুমোদিত হলো। ৩২৪ টি এমন পদ তৈরি করা হয়েছে সেই পদে সিনিয়র নার্সদের অনন্য সম্মান জানানো হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। পাশাপাশি এদিন নবান্ন সূত্রে জানা গেছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে দমকল দপ্তরের জন্য ৬০০টি শুন্য পদ পূরণ এবং রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের জন্য ৭৮০ টি শূন্য পদ পূরণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

‘সন্দেশখালির মহিলারা ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বিশ্রাম নেবেন না’

বারাসাত, ৬ মার্চ ঃ সন্দেশখালির মহিলারা ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বিশ্রাম নেবেন না। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লকেট বলেছেন, আজকের সভায় আসা মহিলাদের রুখে দেওয়া হয়েছে...এটা তাঁদের প্রতি অপমান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের রক্ষা করতে না পারলেও শেখ শাহজাহানকে সুরক্ষা দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, বুধবার বারাসাতের কাছারি ময়দানে জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভা থেকে সন্দেশখালির ঘটনায় সরব হন প্রধানমন্ত্রী। নারীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই দফতরে হাজিরা কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মলয়

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মলয় পিটকে জেরা করার জন্য তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর আগেও একাধিক বার বোলপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের কর্ণধার মলয়কে ডাকা হলেও তিনি হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। অতীতে গরু পাচার মামলাতেও নাম জড়িয়েছিল মলয়ের। সেই মামলার তদন্তে সিবিআই তাঁকে ডেকে জেরা করেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী মলয় অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। বর্তমানে বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে মলয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা অজানা নয়। বুধবার সকাল ১১টার নাগাদ নিজাম প্যালেসে আসেন মলয়। সিবিআই সূত্রে খবর, মলয় একাধিক বিএড কলেজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মিডলম্যানের কাজ করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বুধবার মলয়কে তলব করা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। সেই সব তথ্য সামনে রেখেই বুধবার মলয়কে জেরা করেন তাঁরা। সূত্রের খবর, কেষ্ট যে গাড়িতে ঘুরতেন, সেই গাড়িটিও ছিল আদতে মলয়ের নামে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের আতশকাচের নীচে রয়েছে সেই সব বিষয়ও।

ভোটে অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও মাদকের প্রভাব ঠেকাতে নজর রাখবে ২০টি সংস্থা সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দুয়ারে লোকসভা ভোট ২০২৪। নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা না হলেও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে কমিশন।

আর এই লক্ষ্যেই ভোটে অবৈধ অর্থ, মদ-মাদকের প্রভাব ঠেকাতে ২০টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সংস্থাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্তে রাজ্যে যখন কেন্দ্রীয় একাধিক সংস্থা সক্রিয়, তখন এ ভাবে সংঘবদ্ধ ভাবে এতগুলি সংস্থাকে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়াকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক বিশ্লেষকদের অনেকে।এই তিনটি সংস্থা ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্র জিএসটি এবং শুল্ক, সিআইএসএফ, ব্যুরো অব সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিয়োরিটি, এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া, ডাক বিভাগ, নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, এসএসবি এবং বিএসএফ, উপকূল রক্ষা বাহিনী, রেল এবং আরপিএফ, রাজ্য পুলিশ, রাজ্য আবগারি, রাজ্য জিএসটি, রাজ্য পরিবহণ, রাজ্য অসামরিক প্রতিরক্ষা, স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি, বন দফতর নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করবে।প্রতিটি ভোটেই অবৈধ অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চালায় নির্বাচন কমিশন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানাচ্ছে, এই রাজ্যের ২০১৪ সালের ভোটে প্রায় ১৯ কোটি, ২০১৬ সালে ৪৪ কোটি, ২০১৯ সালে ১১৮ কোটি এবং ২০২১ সালে প্রায় তিনশো কোটি অবৈধ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে কমিশনের নির্দেশ, অবৈধ নগদ, মদ, মাদক, সোনা, জাল অর্থ ইত্যাদির উৎস বন্ধ করে দিতে হবে। শুধু এ সবের সঙ্গে

যুক্তরাই নয়, পদক্ষেপ করতে হবে মূল মাথাদের (কিং-পিন) বিরুদ্ধেও। রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের শেষে মঙ্গলবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেন, ‘‘হিংসা এবং অর্থের প্রভাবেরকোনও জায়গা নেই। কমিশন নিশ্চিত করবে, ভোটারকে অধিকার প্রয়োগ করতে যেন ভয় পেতে না হয়। এটা প্রতিষ্ঠা করতে কমিশন বদ্ধপরিকর।’’রাজীব কুমারের আরও সংযোজন, ‘‘পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের বলে দেওয়া হয়েছে, থানা, রাজস্ব (রেভিনিউ) কর্মী-সহ বাকিদের যা কাজ বরাদ্দ রয়েছে, তা করতে হবে। এ দিক-ও দিক করা যাবে না। এটার বিচ্যু তি হলে দায়বদ্ধ করা এবং পদক্ষেপ হবে।’’

সোমবার স্বীকৃত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেছিল কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সেখানে অনেক কিছুর মধ্যে ভোটে ভয়-ভীতি, প্রলোভন দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ ছিল অন্যতম। ঘটনাচক্রে, এ দিন কমিশন জানিয়েছে, অন্য রাজ্যের সঙ্গে থাকা সীমানা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাতে বিশেষ নজরদারি থাকবে। নজরে রাখা হবে বিমানবন্দর বা হেলিপ্যাডগুলির উপরেও। চার্টার্ড বিমানের পণ্যও নজরদারির আওতার বাইরে থাকবে না।

জয়নগর থানার উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরে পুলিশ সুপার নিজে রক্তদানে অংশ নিলেন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ মার্চঃ নিরাপত্তার দেখার পাশাপাশি পুলিশের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও রক্তদান শিবির হয়ে গেল বুধবার। এদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে থানা চত্বরে এই স্বাস্থ্য মেলায় উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ,বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি, বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর সি আই সুবীর ঢালি, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়, জয়নগর ১ নং ব্লক হাসপাতালের চিকিৎসক ডা.রূপংকর বোস, জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বাবুল মজুমদার, বারুইপুর পঞ্চায়েত

সমিতির সহ সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,ডা.অনির্বাণ ঘোষ, দেবব্রত দাস, হরি সাধন নস্কর, ডা.কে জি সাহা সহ আরো অনেকে। এদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি নিজে রক্তদান করে রক্তদান শিবিরের গুরুত্ব বাড়ালেন। পাশাপাশি এদিন বহু পুলিশ কর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়াররা ও সাধারণ মানুষদের সাথে রক্তদান করে এই শিবিরের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলেন। এ দিন বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস নিজে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান ও চক্ষু পরীক্ষা করান। আর এদিন এই শিবিরে জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ অংশ নেন।শিশু রোগ, সাধারণ রোগ, গাইনো সহ একাধিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এদিন এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ নেন। এদিন পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি রক্তদানের মতন মহান কাজের গুরুত্ব তুলে ধরলেন। তিনি বললেন পুলিশের কাজ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তাঁর পাশাপাশি এই জাতীয় সামাজিক কাজে এগিয়ে আসার দরকার আছে। তাই বারুইপুর পুলিশ জেলার কুলতলিতে দুটি এই জাতীয় শিবির ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এদিন জয়নগরে হলো। এর পরে বাকি থানা গুলোতেও এই ধরনের শিবির হবে। তিনি এদিন এই শিবিরে মধ্যে দিয়ে বাল্য বিবাহ, নারী পাচার ও সাইবার ক্রাইমের উপর সচেতনতা মূলক কথা বলেন।বিধায়ক বিভাস সরদার ও বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস পুলিশের উদ্যোগে এই ধরনের শিবিরের প্রয়োজন কতটা আছে তার ওপর আলোকপাত করলেন।

দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিরশীবপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে পথসভা

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৬ মার্চ ঃ আগামী ১০ই মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ব্রিগেডে জনগর্জন সভার সমর্থনে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত উলুবেড়িয়ার কুলগাছিয়ায়। বুধবার বিকেলে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিরশীবপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে এক মিছিল শুরু হয়,শেষ হয় কুলগাছিয়া সুপার মার্কেটের কাছে এবং সেখানে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিল ও পথসভায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, তিনি বলেন ১০০দিনের কাজের বকেয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে চলেছেন, মানবিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার আবেদন জানিয়েও কোনো কাজ না হবার ফলে রাজ্যের কোষাগার থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থা করে দেওয়ার ফলে বাংলার গরিব মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, কেন্দ্র আবাস যোজনার টাকা না দিলে আগামী দুমাসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থা করবেন, আগামী ১০ই মার্চ জনগর্জন সভায় তার প্রতিফলন ঘটবে। পথসভা ও মিছিলে আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেলিম মোল্লা, চন্ডীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান

সহদেব রুইদাস, উপপ্রধান রেজাউল হক মোল্লা, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল কর, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ নুর সালাম প্রমুখ।

একই বিষয়ে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে খলিশানী কালীতলায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি প্রমুখ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৯৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ ফাল্গুন ১৪৩০

লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গে বিজেপির মুখ

সম্পাদকীয় ১

পশ্চিমবঙ্গে কাকে মুখ করে বিজেপি লোকসভার নির্বাচন করবে তা এতদিন ধরে ঠিক করতে পারছিল না। এবারে সেই লোক এসে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। আইন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান রয়েছে। ভারতের সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। আবার শাসক দলের দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। যদিও সেই সব তথ্য তিনি প্রকাশ করতে পারবেন না। কারণ তারা আদালতে বিচারধীন। তবে তিনি যে এবারে বিজেপি হয়ে লড়াই করতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদিও তাঁর অতীত রাজনীতিক জীবন উজ্জ্বল নয়। সম্ভবত তিনি ছাত্র জীবনে ছাত্র পরিষদ করতেন। তবে তো সব ছাত্ররা ছাত্রজীবনে কোনও না কোনও ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। তবে চাকরি জীবনে সেই ছাত্র জীবনের রাজনীতির প্রভাব পড়ে না। তবে যাঁর কথা আমি এখন বলছি তিনি হলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একজন বিচারপতি হয়ে নিজের আসন থেকে পদত্যাগ করে রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিজেপি দল বহুকাল ধরে অপেক্ষা ছিল এমন একটি মুখকে বাংলায় নিয়ে আসা হবে যার সম্পর্কে বাংলার সাধারণ মানুষের বিশেষ করে নির্যাতিত মানুষের সুসম্পর্ক রয়েছে এবং স্বচ্ছ ধারনা রয়েছে। সেই বিচারপতিটি হলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বিচারপতি থাকার সময়ে বলেছিলেন তার জীবদ্দশায় আসল অপরাধী ধরা পড়বে কিনা তা একেবারে অনিশ্চিত। দুর্নীতির আসল অপরাধীটি কে তা অবশ্য জানা যায়নি। তা তাকে সিবিআই বা ইডি গ্রেফতার করেনি। এখন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে বিজেপি দলে অংশ গ্রহণ করার দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে বিজেপি দল একটি মুখ পেল যাঁকে সমানে রেখে বাংলায় শাসক দলের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াই করা সম্ভব হতে পারে। এদিকে রাজনৈতিক বিষেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে বাংলায় দুর্নীতি হয়ে কথা বলার কোনও বলিষ্ঠ নেতা বিজেপি দলে নেই। আবার সংসদে বাংলার হয়ে শক্ত হয়ে কথা বলার মতো বিজেপি সাংসদও নেই। তাহলে কি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলার থেকে সাংসদ করা হবে নাকি তাঁকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানো হবে? তবে বিজেপি দলের থেকে এ ব্যাপারে কেউ কথা বলতে নারাজ। তবে সবাই অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছে যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিল্লিতে সাংসদ পদে বিজেপি দল নিয়ে যেতে চায় এবং তারপরে বিজেপি কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলার মুখ্যনন্ত্রী হবে কিনা। তবে এর জন্য বিজেপি দল অপেক্ষা করতে রাজি। এখন কোনও ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না বিজেপি দল। লোকসভার নির্বাচনের পর বিজপি দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে।

গোটা বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক সঙ্কট

সম্পাদকীয় ২

ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লি বেশ উদ্বিগ্ন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর সাইপ্রাস সফর শেষ করে অষ্ট্রিয়াতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভিয়েনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন বিদেশ মন্ত্রী। তিনি বলেছেন, গোড়া থেকেই আমরা চেষ্টা করে আসছি যুদ্ধ থামানোর। কিন্তু তারা যুদ্ধ থামানোর কথা চিন্তা করতে পারছে না। ভারত তো বহু দূরে অবস্থান করছে। রাশিয়া এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা শুনতে রাজি হচ্ছে না। মানাবধিকার মিশন থেকে রাশিয়ার সদস্যপত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সদস্যপদ খারিজ করা হয়নি বটে। কিন্তু সেই সদস্যপদের আর কোনও গুরুত্ব নেই। তবে রাশিয়া ইচ্ছা করলে সক্রিয় সদস্য হতে পারে যুদ্ধ বন্ধ করে। রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে এইভাবে যুদ্ধকে পরিচালনা করতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনে রাশিয়া অপরাধী হতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াকে সংযত হওয়ার কথা বলতে সবাই শুরু করলেও রাশিয়া তাদের কথাকে একেবারে পাত্তা দিচ্ছে না। তার ফলে যুদ্ধ থামানো সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধ না থামলে ইউক্রেন শরনার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ভারত সরকার থেকে মানবিক সাহায্য পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু সেটা কতদিন ভারত করতে পারবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। অনন্তকাল ধরে মানবিক সাহায্য দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই দিকটার কথা ভারত ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ ইউক্রেনের যা ক্ষতি করেছে তা পূরণ করা একটি শতাব্দীতে হওয়া সম্ভব কিনা সেটা ভবিষ্যত বলতে পারবে। ইউক্রেন একেবারে মাটির তলায় মিশে গিয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়িগুলি একেবারে ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। শুধু মাত্র কিভের কয়েকটি বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাকি বলতে সবই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ভিয়েনা থেকে শান্তির বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলন যে মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে । ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে সন্দেশখালি, বঙ্গ-রাজনীতি যে পথে এগোল

বিশেষ প্রতিনিধি

নরেন্দ্র মোদির দু'দিনের বঙ্গ সফর থেকে স্পষ্ট সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীদের ব্রিফিং এবং নানাবিধ গোন্দো রিপোর্টে চোখ বোলানোর পর প্রধানমন্ত্রী সন্দেশখালিকে পাখির চোখ করেছেন। ৪২-এ ৪২-এই প্রত্যাশা ছাপানো ঘোষণা তারই প্রতিফলন। পার্টির 'ভোট-কোচ' অমিত শাহ বাংলা থেকে ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছিলেন। দুই সভা থেকেই প্রধানমন্ত্রী সন্দেশখালির আন্দোলনের কৃতিত্ব দলের রাজ্য নেতাদের দিয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, নারী নির্যাতনের অভিযোগকে বিজেপি কতটা গুরুত্ব দেয়। বাস্তবে বিজেপি তথা হিন্দুত্ববাদীরা মহিলাদের কতটা হীন দৃষ্টিতে দেখে, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। পদ্ম শাসিত রাজ্যগুলিতে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ মোকাবিলায় প্রশাসনের নির্লজ্জ, নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ভারত সরকার প্রকাশিত জাতীয় অপরাধপঞ্জীর (এনসিআরবি-রিপোর্ট) পাতায় চোখ বোলালেই টের পাওয়া যায়। শুধু নারী কেন, নাগরিকের জীবনযন্ত্রণার কোনও কিছু নিয়েই বিজেপির গণ আন্দোলনের কোনও ইতিহাস নেই। কথায় আছে, 'চোরা না শোনে ধর্মের কথা।' পদ্ম শিবিরের আবার সব কিছুতেই ধর্ম। অর্থাৎ ফুটবল কিংবা ক্রিকেট, সব ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে তারা রাগবি খেলতে বাধ্য করে। ধর্মের অস্ত্র কোথাও রাম, তো কোথাও দুর্গা। সমস্যা হল, ভোটের রাজনীতি আসলে জনমানসে ধারণা নির্মাণের বিদ্যা। সেই প্রেক্ষিতে বলা চলে সন্দেশখালির ইস্যুটি বিজেপি হাইজ্যাক করে নিয়েছে। তাদের 'এই পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা' সাফল্যের প্রধান কারণ প্রতিপক্ষ শিবিরের পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে বিলম্ব এবং ভুল পদক্ষেপ। অনেকেই সন্দেশখালির সঙ্গে নন্দীগ্রামের তুলনা টানেছেন। পূর্ব মেদিনীপুরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার জবরদস্তি জমি নিতে গিয়েছিল, তবে উদ্দেশ্য ছিল শিল্পায়ন। অন্যদিকে, সন্দেশখালিতে অভিযোগ শেখ শাহজহান ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বার্থে জোর করে জমি, ভেড়ি দখলের। এই বাহিনীর জন্ম বাম জমানায়, উত্থান তৃণমূল আমলে। সিপিএম নেতারা হাতে গ্লাভস পরে নোংরা ঘাঁটতেন। ভোটে বুথ দখল, এলাকায় আধিপত্য রক্ষায় তাঁরা তাই শাহজাহানদের এগিয়ে দিতেন। কিন্তু দলে বা প্রশাসনের পদে বসাননি। তৃণমূলে এমন কোনও লক্ষ্মণ রেখা রাখার চেষ্টাই হয়নি। মারদাঙ্গা করে ভোটে জিতে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কিছুদিন দমিয়ে রাখা সহজ। তার খেসারত বড় মর্মান্তিক রূপ নেয়, যখন প্রতিবাদটি ভিতর থেকে বিস্ফারিত হয়, যা সন্দেশখালিতে দেখা যাচ্ছে। বাংলায় পালাবদলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াই। সেই পর্বে তৃণমূল নেত্রীর প্রতিপক্ষ ছিল ৩৪ বছর ক্ষমতাসীন একটি পার্টি। সন্দেশখালির ঘটনাবলীকে হাতিয়ার করে তাঁকেই ক্ষমতাচ্যুত করার আশায় বুক বেঁধেছে দেশের শাসক দল। প্রধানমন্ত্রী হুঙ্কার ছেড়েছেন, লোকসভা ভোটের পরই তৃণমূল সরকারের বিদায়ের কাউন্টডাউন কেউ পরিস্থিতির চাপে, কেউ স্রেফ ক্ষমতার রাজনীতিতে ভেসে থাকার তাগিদে বিজেপিকে রক্ষাকর্তা বেছে নেওয়ায় ভোট রাজনীতিকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে তুলেছে। শাহজাহানের মতো মানুষেরা হাত মেলায় তৃণমূলের সঙ্গে। সিপিএমের নেতা-কর্মীদের এই ভূমিকা অবাক করা। সেই ১৯৭৭ থেকে কংগ্রেস বাংলায় ক্ষমতায় নেই। ২০১১-তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে তাদের অংশগ্রহণ স্থায়ী হয়নি। তারপরও তৃণমূল গঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত হাত শিবিরের দখলে প্রায় ৪০-৪৫ শতাংশ ভোট ছিল। মমতা ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার রেকর্ডকে কাঠগড়ায় তোলা ছাড়া উপায় নেই। পাশাপাশি বাম নেতারা এই সত্যটিও মনে রাখলে ভাল করবেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ সবচেয়ে বেশি গুলি চালিয়েছে শূন্যে এবং তা শ্মশানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অন্তেষ্টি অনুষ্ঠানে। পুলিশের এই কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছে বিরোধীরা তেমন গণ আন্দোলন নির্মাণ করতে পারেননি যা ভাঙতে নির্বিচারে লাঠি-গুলি চালাতে হয়। আবার আন্দোলনের ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় নেমে হিন্দুত্ববাদী শক্তির বিপদকে লঘু করে

দেখা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করাও বাম-কংগ্রেসের আজকের পরিণতি এবং বঙ্গ-রাজনীতির দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তাই দিদি-মোদি এবং বাম-বিজেপি-মানুষের মধ্যে সেটিংয়ের দুই তত্ত্বই প্রচারে মান্যতা পাচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই, সন্দেশখালির অভিযোগের পরিধি, প্রতিক্রিয়া বুঝতে শাসক দল ও প্রশাসন বিলম্ব করেছে। অপরাধীদের আড়াল না করে অনেক আগেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল দল ও প্রশাসনের। বিলম্ব বাম-কংগ্রেসও কি করেনি? সিপিএম সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়কের গ্রেফতারির প্রতিবাদে যত সরব হয়েছে, তুলনায় সেখানকার মা-বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ভেবেছে অনেক পরে। ততদিনে ওই দ্বীপে গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে বিভাজনের রাজনীতির ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজনীতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রে পৃথক প্রতিপক্ষ থাকা স্বাভাবিক। এই বাস্তবতার মুখে বিজেপির মতো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসক দলের মোকাবিলা করার মতো কৃশলী রাজনীতি বিরোধী শিবিরে অনুপস্থিত। বামপন্থীরাও এই ব্যাপারে দিশা দিতে ব্যর্থ। সন্দেশখালিতে যা ঘটেছে তা অন্যত্র ঘটেনি, ঘটছে না, এমন কথা বলার পরিস্থিতি বাংলায় নেই। সন্দেশখালির মতো প্রতিবাদের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাও তাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গণতন্ত্রে প্রতিবাদ শুভ লক্ষণ। চিন্তার বিষয় হল, ভোটের বাক্সে সেই প্রতিবাদের প্রতিফলনের সুবিধা কারা নেবে? সন্দেশখালির মতো বাংলায় ১২টি জেলার ১৭৮টি ব্লক আছে যেখানে জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশের বেশি সংখ্যালঘুর বাস, অর্থাৎ মিশ্র বসত এলাকা। ৩৪১টির মধ্য ৬৫টি এমন ব্লক আছে যেখানে সন্দেশখালির মতো তফসিলি জনসংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি। এমন ২৫টি ব্লক আছে যেখানে আদিবাসীরা জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি। সন্দেশখালির মিশ্রবসত এলাকায় গেরুয়া শিবির যেভাবে নারী নির্যাতন, গরিবের উপর অত্যাচারে হিন্দু-মুসলিম ভাগ-বাটোয়ারা শুরু করেছে, অন্যত্র তা আড়ালে আবডালে করছে না, কে বলতে পারে! ২০১৪ এবং '১৯-এর লোকসভা এবং ২০১৬ ও '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল একাই সাফল্যের সঙ্গে বিজেপিকে মোকাবিলা করেছে। '২১-এর বিধানসভা ভোটে বাম-কংগ্রেস বিধানসভায় শূন্য হয়ে যায়। দুই বিরোধী শিবিরের সেই চরম ব্যর্থতা তৃণমূলের জন্যও অশনিসংকেত। কারণ, বিজেপিকে মোকাবিলার পুরো দায়ভার এখন তাদের ঘাড়ে। কিন্তু দুর্বল বাম-কংগ্রেসকে ১৪৪ ধারা জারি করে, পুলিশ-প্রশাসনকে দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব বটে, একই কৌশলে আটকানো কঠিন বিজেপিকে, অতীতে এবং সন্দেশখালি কাণ্ডেও তা প্রমাণ হয়েছে। শাসক দল এবং প্রশাসনের তাই উচিত সন্দেশখালির মতো পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সন্ধান করে তা প্রশমণের চেষ্টা করা, শেখ শাহজাহানদের মতো মানুষদের দল ও প্রশাসন থেকে ঝেড়ে ফেলা। সর্বোপরি, নিচুতলায় গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল ফিরিয়ে আনা। পঞ্চায়েতে শাসকের গা-জোয়ারি বিজয়ে শুধু বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তাই-ই নয়, দলের লোকেরাও মুখ খোলা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই অনাচারের কাহিনি এতকাল কার্পেটের তলায় চাপা ছিল। নিচুতলায় গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল ফেরানো না গেলে সন্দেশখালির মতো অনাচারের ঘটনার প্রতিবাদ থেকে তৈরি বিরোধী পরিসর ক্রমে বিভাজনকারীদের দখলে চলে যাবে। বাম-কংগ্রেস সেই শূন্যস্থান দখলের জায়গায় নেই। যে পরিস্থিতির দায় ওই দুই পার্টির পাশাপাশি শাসক দল তৃণমূলও অস্বীকার করতে পারে না।

শুরু হয়ে যাবে। মোদি-শাহের বিজেপির সর্বগ্রাসী অভিযান থেকে তৃণমূল নিজেদের রক্ষার কৌশল নিয়ে নিশ্চয়ই ভাবনাচিন্তা করছে। বাস্তব হল, দল ভাঙানোর ঘৃণ্য খেলায় বাংলায় এই দুই দলই সমান পারদর্শী এবং দায়ী। ফলে দুই পার্টিতেই এখন বহু নেতা-মন্ত্রী-এমএলএ-এমপি শারীরিক বা সরকারিভাবে এক দিকে, মানসিকভাবে অন্য শিবিরের লোক। এমন নেতাদের নিয়ে তৃণমূলের বিপদ তুলনায় বেশি। এই পরিস্থিতি তৈরির একাধিক কারণের একটি হল, বিকল্পের অভাব। তৃণমূল জমানার মেয়াদ যত বেড়েছে, বঙ্গ-রাজনীতি ততই দুই ফুলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। জোড়াফুল শিবির ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বাম-কংগ্রেসের মতো দুটি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে পয়লা নম্বর শত্রু ঠাওরে নেওয়া ছিল ঐতিহাসিক ভুল। সেই পর্বে এই চেনা প্রতিপক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে লোকসভা, বিধানসভা থেকে পঞ্চায়েত-পুরসভা, এমনকী স্কুল, পাড়া কমিটিতে পর্যন্ত দল ভাঙানোর উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এর উল্টো দিকে, বাম-কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব হল তিনি সেই ভোটকে পুঁজি করে তাঁর দলকে মূল বিরোধী স্রোত করে নিতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে, ক্ষমতা হারানো সিপিএম গঙ্গা-পদ্মার ভাঙনকেও হার মানিয়েছে একের পর এক নির্বাচনে ভোট হারিয়ে। নির্বাচনে হার-জিতের সঙ্গে দলের এমন অস্তিত্ব সংকটের দ্বিতীয় নজির স্মরণকালের মধ্যে নেই। এই পরিণতির ব্যাখ্যা হিসাবে বাম শিবির উত্থাপিত তৃণমূলের সন্ত্রাস, মিথ্যা মামলার অভিযোগকে একশো ভাগ স্বীকার করে নিয়েও বলা দরকার, সিপিএম নেতারা বহু ক্ষেত্রেই মশার কামড়কে কেউটের ছোবল বলে চালাতে চেয়েছেন। টানা ক্ষমতা ভোগের ফলে লড়াই-সংগ্রামের ধকল সইবার শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা হারিয়েছেন। আর এই বাস্তবতাও অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলার আজকের সিপিএম নেতাদের প্রায় একশো ভাগেরই রাজনীতিতে হাতেখড়ি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালে। লাঠির বাড়ি, পুলিশের গুলি খাওয়ার মতো গণ আন্দোলনে অগ্নিপরীক্ষা তাঁদের দিতে হয়নি। এই পরিণতির জন্য ছলাকলা করে

গাজা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কোন পথে

বিশেষ প্রতিনিধি

গাজায় ইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ এক ক্রান্তিকালে উপনীত হয়েছে। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এখনো স্থায়ী যুদ্ধবিরতি অথবা ইসরাইল ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের প্রস্তাব মেনে নেননি। ভেতরে বাইরে তীব্র চাপের মুখে নেতানিয়াহু প্যারিসে আরেক দফা যুদ্ধবিরতি আলোচনায় প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। কিন্তু বলেছেন, এই আলোচনা কেবল সাময়িক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে ইসরাইলি পণবন্দীদের মুক্ত করার জন্য। নেতানিয়াহু যেসব দাবি পূরণ করার কথা বলছেন তা যে হামাস কোনোভাবেই মেনে নেবে না সেটি স্পষ্ট। ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালানো ছাড়া দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস যুদ্ধ করার পরও নেতানিয়াহু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাননি। হামাস ও অন্যান্য প্রতিরোধ সংগঠনগুলোর যুদ্ধক্ষমতা কমে যাচ্ছে এমন কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। প্রশ্ন হলো, সঙ্ঘাতটি তা হলে কোন দিকে যাচ্ছে? এ প্রশ্নে বড় বিবেচ্য বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমী মিত্ররা কী চাইছে? নিরাপত্তা পরিষদের সর্বশেষ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করেছে কেবলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অভ্যন্তরীণ জনমতের দিক থেকে প্রবল চাপের মধ্যে থেকেও ইসরাইলকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সমর্থন জুগিয়ে চলেছে দেশটি। মার্কিন বিমানবাহিনীর ২৫ বছর বয়সী পাইলট অ্যারন বুশনেলের গাজায় গণহত্যা ও যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরাইলের দূতাবাসের সামনে গিয়ে নিজের গায়ে আগুনে আত্মাহুতি দেয়ার ঘটনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয় পুরো বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছে। আমেরিকান এই পাইলটের মৃত্যুর আগে সর্বশেষ যে কথাটি শোনা গিয়েছিল তা হলো 'ফ্রি প্যালেস্টাইন'। এক্স প্রোফাইলের মাধ্যমে এই বিমান সেনার মৃত্যুর ভিডিও যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন আমেরিকার মানবতাবাদী বক্তব্য বিরাট বড় প্রশ্নের মুখে পড়ে। এর পরও আমেরিকা সাময়িক যুদ্ধবিরতিতেই সমর্থন দিচ্ছে। হোয়াইট হাউজের বিভিন্ন কর্মকর্তার বক্তব্যে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের কথা মাঝে মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু ওয়াশিংটন সত্যি সত্যি এটি চাইলে যে উদ্যোগ দৃশ্যমান হওয়ার কথা সেটি দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনভাবে ইসরাইলের ব্যাপারে কৌশল ঠিক করতে পারে বলে মনে হয় না। দেশটির নীতিপ্রণয়নে জায়োনিস্ট প্রভাব প্রবল। তুরস্কের অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ দেশটির সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয় এটি পাঁচটি পরিবারের মালিকানাধীন। যে পরিবারগুলোর মধ্যে রয়েছে রথচাইল্ড, লেম্যান ব্রাদার্স, ল্যাজার্ড ব্রাদার্স, গোল্ডম্যান শ্যাক্স, ওয়ারবার্গস, কুহন, লোয়েব ও অন্যান্য। এর মধ্যে গত সোমবার ব্রিটিশ ইহুদি ব্যাংকার জ্যাকব রথচাইল্ড ৮৭ বছর বয়সে মারা অন্যান্য অর্থনৈতিক ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের অবস্থাও একই রকম। এ বিষয়টি নেতানিয়াহুর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমেরিকান নেতাদের বাধ্য করার টুলস হিসাবে কাজ করে। বাইডেনে নেতানিয়াহুকে পছন্দ না করলেও তাকে ইসরাইলের প্রতি সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। ধীরে হলেও এই অবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে আমেরিকায়। এটি যতই প্রবল হবে ইসরাইল ততটা নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও অসহায় দেখতে পাবে। এর বাইরে

গেছেন। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে উদ্ভূত, রথসচাইল্ড পরিবারের ইংল্যান্ড শাখা ১৮ শতকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরিবারের অনেক সদস্য ইহুদিবাদ এবং ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের জন্য তাদের প্রবল সমর্থনের জন্য পরিচিত ছিল। এডমন্ড জেমস ডি রথচাইল্ড ১৮৮২ সালে ফিলিস্তিনে রিশন-লেজিয়নে প্রথম ইহুদি স্থায়ী বসতি স্থাপনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ সালে স্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে পেটাহ টিকভা প্রতিষ্ঠার জন্য তহবিল সরবরাহ করেন। ১৯১৭ সালে, ওয়াল্টার রথচাইল্ড, ২য় ব্যারন রথচাইল্ড ছিলেন জায়নবাদী ফেডারেশনের কাছে বেলফোর ঘোষণার কথোপকথনকারী। এটি ইহুদি জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল। এই রথচাইল্ডসহ চারটি জায়োনিস্ট পরিবার আমেরিকান রিজার্ভ ব্যাংকের মালিক। ইসরাইলকে বেপরোয়াভাবে সমর্থন দেয়ার পেছনে আমেরিকান অনেক গভীর কিছু এজেন্ডার কথা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন। এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে জায়নবাদীদের 'অখণ্ড ইসরাইল' প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা। গত বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে নেতানিয়াহু হাতে মানচিত্র নিয়ে ফিলিস্তিনমুক্ত ইসরাইল প্রতিষ্ঠার কথা যখন বলছিলেন তখন কোনো আপত্তি ওঠেনি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। অধিকন্তু ওয়াশিংটন তখনো ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে রিয়াদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে গেছে। নেতানিয়াহুর জাতিসঙ্ঘে দেয়া এই বক্তব্যের পর স্পষ্ট হয়ে যায় যে অখণ্ড ইসরাইল প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে একটি যুদ্ধ আসন্ন। ইসরাইলের এই পরিকল্পিত যুদ্ধটি শুরু করার আগে হামাস তাদের লিভারেজ বাড়াতে ৭ অক্টোবর ইসরাইলের সীমান্তের অভ্যন্তরে সার্জিক্যাল অপারেশন চালায়। হামাসের এই অপারেশনে ইসরাইল কিছুটা বিস্মিত হলেও তাদের যুদ্ধ পরিচালনা দেখে মনে হয়নি কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই এই সঙ্ঘাতে নামছে। এমনকি বাইডেন থেকে শুরু করে পশ্চিমা নেতারা যেভাবে একে একে ইসরাইলে এসে তাদের জন্য সর্বোচ্চ উজাড় করে সাহায্য করছেন তাতে বড় আকারের ফিলিস্তিন-ইসরাইল সঙ্ঘাতের বিষয় তাদের অজানা ছিল বলে মনে হয়নি। অখণ্ড ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরো দুটি বড় এজেন্ডা রয়েছে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের। উভয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য গাজাকে ফিলিস্তিনমুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেছে তারা। এর একটি হলো সুয়েজ খালের বিকল্প একটি বেনগুরিয়ান ক্যানেল তৈরি করা, যেটি গাজার ওপর দিয়েই যুক্ত হবে। এই ক্যানেলটি সম্পন্ন করা গেলে এখন সুয়েজ খাল থেকে মিসর যে ১০ বিলিয়ন ডলারের মতো রাজস্ব পায় তার বড় অংশ ইসরাইলে চলে যাবে। একই সাথে মিসরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকখানি কমে যাবে। দ্বিতীয় এজেন্ডাটি হলো গাজা উপকূলের সমুদ্রসীমানায় তেল-গ্যাসের বিশাল মজুদে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। গাজাকে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে এই সম্পদের কর্তৃত্ব পাবে ইসরাইল। এই প্রকল্পের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। যার কারণে ইসরাইল গাজা যুদ্ধ শুরুর আগে আমেরিকান জ্বালানিমন্ত্রী ইসরাইল সফর করেন। এছাড়া বাইডেন যখন ইসরাইলের যুদ্ধের জন্য প্রথম ৩ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেন তখন এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, ইসরাইলকে যুদ্ধের জন্য যে তিন বিলিয়ন ডলার দেয়া হচ্ছে এটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভালো বিনিয়োগ। এখানে স্পষ্টতই বাইডেন ইসরাইলের যুদ্ধে আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বেনগুরিয়ান খাল আর গাজা উপকূলের গ্যাসসম্পদ ছাড়াও আরেকটি অর্থনৈতিক প্রকল্প রয়েছে ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্র স্বার্থসংশ্লিষ্ট। এটি হলো ইথিওপিয়ায় নীল নদের ওপর তৈরি রেনেসাঁ বাঁধ। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এ বাঁধ নির্মাণের কথা বলা হলেও এখানে অনেক সেচ প্রকল্প নেয়া হয়েছে যার আওতায় জল ইসরাইলের পশ্চিমতীর ও অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হবে। *ক্রমশ...*

শুরু হয়েছে জেলা হস্ত- তাঁত শিল্প ও স্বরোজগার মেলা, চলবে শুক্রবার পর্যন্ত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চ ঃ রকমারি জিনিসের পসরা নিয়ে মালদায় শুরু হয়েছে জেলা হস্ত তাঁত শিল্প ও স্বরোজগার মেলা। মালদা কলেজ ময়দানে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণভাবে। এই মেলা চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত। মূলতঃ জেলার কুটির শিল্পকে তুলে ধরা হবে এই মেলার মাধ্যমে। এখানে এলে দেখতে পাবেন পুরুলিয়া না গিয়েও ছৌ মুখোশ, আবার বাঁকুড়ার টেরাকোটাও মিলবে এখানে। এছাড়াও হাতের তৈরি জিনিসপত্র দিয়ে বাড়ি সাজাতে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের কাছে এই হস্তশিল্পের মেলা কিছুটা স্বর্গোদ্যানের মত। হরেক রকমের জিনিস থাকছে মেলায়। এই মেলাতে আরও রয়েছে বেত, কাঠের আসবাবপত্র থেকে ধনিয়াখালি, বালুচরি শাড়ির সম্ভারও। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০ টি স্টল রয়েছে হস্তশিল্পের মেলায়। ভোজনরসিক বাঙালিদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার সুবিধাও রয়েছে এখানে। আজ এই মেলার উদ্বোধন করেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, বিধায়ক আধিকারিক আছে সাবিত্রী মিত্র, জেলা শিল্প আধিকারিক মানবেন্দ্র মণ্ডল, ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ অন্যান্যরা।

বেশি সময় কাজ করানোর অভিযোগ! চা বাগানে কর্মবিরতি শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ মার্চ ঃ বেশি সময় কাজ করানোর অভিযোগে কর্মবিরতি। এরপরেই ধরনা রাজা বাগানের শ্রমিকদের। গত একমাস ধরে নিদ্বিষ্ট সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত সময় কাজ করানোর অভিযোগে কর্মবিরতি পালন করে কারখানার সামনে ধর্ণায় বসল মাল ব্লকের রাজা চা বাগানের শ্রমিকরা। সোমবার থেকেই বাগানের কাজে যোগ দেননি শ্রমিকরা। এদিনও বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধর্ণায় বসে বাগান শ্রমিকরা। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গেছে, রাজা চা বাগানের শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩.৩০ পর্যন্ত। কিন্তু সকাল ৭ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত কাজ করানো হচ্ছে বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। শ্রম আইন অনুসারে, আট ঘন্টার বেশি কাজ করালে তাদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে হয়। রাজা চা-বাগানে তা না দিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকেই বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করাচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি ১১.৩০ মিনিট থেকে দুপুরের খাবারের জন্য ধার্য্য ৩০ মিনিট সময়ও দেয় না কর্তৃপক্ষ। ১৫ মিনিটের মধ্যেই কাজে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের। এতেই ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। বাগানের মহিলা শ্রমিকরা বলেন, 'শ্রমিকদের সমস্যা হলেও ম্যানেজার সেটা শুনতে চায় না, অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনওরকম লিখিত নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়নি, তবুও বাধ্য হয়ে আমাদের আট ঘন্টার বেশি কাজ করতে হচ্ছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা সোমবার থেকে কর্মবিরতি পালন করে ধরনায় বসেছি'।

এই বিষয়ে চা বাগানের ম্যানেজার কিছু বলতে না চাইলেও চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, 'মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিকদের জন্য এই ঘটনা ঘটে চলছে। আমরা শ্রমিকদের সহযোগিতা চাইছি। তবে এভাবে চলতে থাকলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ভাবতে হবে'। প্রায় পৌনে চারশো হেক্টর আয়তনের এই চাবাগানে ৬৭৮ জন স্থায়ী শ্রমিক ও বেশ কিছু অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছে।

জন বার্লার বাড়িতে মনোজ টিগ্গা, দীর্ঘক্ষণ বসেও দেখা পেলেন না

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা। আর তাই মান ভাঙাতে বুধবার সকালেই জন বার্লার বাড়িতে হাজির হন মাদারিহাটের বিধায়ক তথা আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। তবে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকেও জন বার্লার দেখা পেলেন না মনোজ টিগ্গা। দেখা না পেয়ে চা পান করে একপ্রকার নিরাশ হয়েই ফিরতে হলো মনোজ টিগ্গাকে। এদিকে পরিবারের সদস্যরা জানান, রেলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বেড়িয়ে গেছেন জন বার্লা। এদিন দীর্ঘক্ষণ জন বার্লার বাড়িতে বসে থেকে দেখা না পেয়ে বের হওয়ার পর মনোজ টিগ্গা বলেন, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়া হয়েছে মাদারিহাটে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই মন্ত্রী বেরিয়ে গেছেন। আশা করি পরে দেখা হবে। অন্যদিকে জন বার্লা ফের মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তিনি বলেন, প্রার্থী সিলেকশন কমিটিতে আমি ছিলাম। মনোজ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। আমি নাকি ঘর বানিয়েছি, আদিবাসীরা কি ঘর বানাতে পারে না। আদিবাসী মানুষ কান্নাকাটি করছে কারণ আমি টিকিট পাইনি। আগামী দিনে মানুষ যেদিকে বলবে আমি সেদিকে থাকবো। উল্লেখ্য এবার আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির টিকিট পাননি গতবারের জয়ী বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা। আর তারপর থেকেই কানাঘুষো ছিল কি করবেন জন বার্লা? এরপর মঙ্গলবার বিকেলে তার অনুগামীদের সাথে নিয়ে বৈঠক সারেন জন বার্লা। পাশাপাশি সেখানে মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন। আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে মনোজ টিগ্গা জিততে পারবেন না বলেও দাবি করেন জন। যদিও এবিষয়ে গতকাল পর্যন্ত মনোজ টিগ্গা সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। এরপর বুধবার সকাল হতেই জন বার্লার বাড়িতে হাজির হন মনোজ টিগ্গা। সাথে ছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতা তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন। তবে নিরাশ হয়েই ফিরতে হলো তাদের।

মন্দিরের সম্পত্তি থেকেই উপার্জিত টাকায় পুজো হয়ে আসছে অমৃতি শিব মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চ ঃ কোন দান দক্ষিণায় নয়, মন্দিরের সম্পত্তির টাকাতেই সারাবছর পুজো হয় শিব মন্দিরে। মন্দিরের নামে রয়েছে প্রায় ৪০০ বিঘা সম্পত্তি। প্রতিবছর শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশাল মেলা বসে মন্দির প্রাঙ্গণে। এই মেলায় আগত কোন দোকানের কাছে শুল্ক নেওয়া হয় না। বরং মেলা বসানোর সমস্ত খরচ মন্দির কর্তৃপক্ষ বহন করেন। শতাব্দী প্রাচীন মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি শিব মন্দির। বাংলা ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন স্থানীয় জমিদার সেঠ মহানন্দ দাস। তিনি শিব ভক্ত ছিলেন তাই বাড়িতেই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নিজেই সেই মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন। আগামীতে মন্দিরের পুজো যেন বন্ধ না হয় তাই তিনি সেই সময়ই মহাদেব জিউ মন্দিরের নামে ৪০০ সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর পরবর্তী প্রজন্ম বংশ পরম্পর সেবায়েতের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু পরিবারের কাউকে টাকা খরচ করতে হয় না এই মন্দিরের পুজো বা মন্দিরের সংস্কারের জন্য। মন্দিরের সম্পত্তি থেকেই উপার্জিত টাকায় পুজো হয়ে আসছে মন্দিরে। এমনকি এই মন্দিরে দান দক্ষিণা ও তেমন না হয় না। ভক্তরা খুব সামান্য কিছু এখানে দান করে থাকেন। সারা বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন। তবে শিবরাত্রির দিন কয়েক লক্ষ ভক্তের সমাগম হয় এই মন্দিরে। মানিকচকের গঙ্গা ঘাট থেকে জল নিয়ে এসে এই মন্দিরে ঢালেন ভক্তরা। প্রাচীন কাল থেকেই এই রীতি হয়ে আসছে। ক্রমশ ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে মন্দিরে। অনেকেই মনস্কামনা করেন মহাদেব জিউয়ের কাছে। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী বিশাল মেলা বসে মন্দির প্রাঙ্গনে। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন এই মেলায়। তবে নিয়মিত এই মন্দিরের পুজো হয়। তিন বেলা পুজো দেওয়া হয়। সকালবেলা বাল্য ভোগ দেওয়া হয় মন্দিরে, দুপুরে অন্নভোগ আবার সন্ধ্যায় লুচি ভোগ দেওয়া হয় এই মন্দিরে। এই নিয়মেই পুজো হয়ে আসছে মালদার শতাব্দী প্রাচীন অমৃতি শিব মন্দিরে। জমিদার বাড়ির পুজো হলেও বর্তমানে এই পুজোর খ্যাতি ছাড়িয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের। পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম পুজোর সমস্ত দায়িত্বভার পালন করে আসছেন।

শিলিগুড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি আউটপোস্টের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা নদীর চরে সূর্যসেন পার্কের পাশে গভীর রাতে বসেছিল ২ যুবক। মঙ্গলবার গভীর রাতে পানিট্যাঙ্কি আউটপোস্টের টহলদারি পুলিশ ভ্যানের নজরে পরে দুই যুবক। এরপর পুলিশ তাদের পাকড়াও করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মেলে অসঙ্গতি। এরপর দেহ তল্লাশি করতেই গৌতম বিশ্বাস এবং পঙ্কজ তালুকদারের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ। গৌতম বিশ্বাস শিলিগুড়ি শান্তিনগর বউবাজার এলাকার বাসিন্দা এবং পঙ্কজ তালুকদার মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা পেশায় রিক্সা চালক। ধৃতরা শিলিগুড়িতে গতকাল রাতে কোন অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটানোর ছক করছিল বলেই পুলিশের অনুমান। ধৃত দুজনকে বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে পানিট্যাঙ্কি আউট পোস্টের পুলিশ।

দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ শুরু করলেন কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ ঃ ভোটের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও রাজনৈতিক দল গুলো জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। বুধবার থেকে দার্জিলিং লোকসভা আসনের জন্য দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ শুরু করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগরের মেয়র গৌতম দেব। একাধিক স্থানের পাশাপাশি ১২ নম্বর ওর্য়াডের হাকিমপাড়ার রাজা রামমোহন রায় সরণিতে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে গৌতম দেবের নেতৃত্বে দেওয়াল লিখনে উপস্থিত ছিলেন মানিক দে, বাসুদেব ঘোষ সহ অন্যান্য তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। তৃণমূল কংগ্রেসের এখনো প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হলেও প্রচারের কাজ শুরু করলেন গৌতম দেব। গৌতমবাবু - এর মাঝে জানান আগামী সাত দিনের মধ্যে শিলিগুড়ি ৪৭ টি ওয়ার্ড এবং ডাব গ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভার অন্তর্গত জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকার দেওয়াল লিখন সম্পন্ন করা হবে। এবছর মমতা ব্যানার্জিকে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র জিতে উপহার দিতে চান এমন মন্তব্য পেশ করেন গৌতমবাবু। বাংলার উন্নয়নে মমতা ব্যানার্জির হাত আরো শক্ত করতে এ বছর ডু অ্যান্ড ডাই সিচুয়েশন সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পরবেন।

ন্যায় যাত্রায় উস্কানিমূলক মন্তব্যের জেরে পুলিশের কাঠগড়ায় অধীর!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৬ মার্চ ঃ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে রাহুলের ন্যায় যাত্রায় উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ। রাজ্য পুলিশ যার জেরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করল। কংগ্রেস নেতাকে নোটিশও পাঠায়। এর বিরুদ্ধে পালটা কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলার শুনানি। ৩১ জানুয়ারি মালদার হরিশচন্দ্রপুরে ঢোকে ন্যায়যাত্রা। সেখানে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন অধীর চৌধুরী। সেখানে ভিড়ের চাপে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। পুলিশের দাবি, সেই সময় অধীর এমন কিছু উসকানিমূলক মন্তব্য করেন যাতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন কংগ্রেস সমর্থকরা। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে পুলিশকর্তারা। এই প্রেক্ষিতে অধীরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়। তাঁকে ৪১-এ ধারায় নোটিশ জারি করে তলব করে পুলিশ। এর বিরুদ্ধেই হাই কোর্টে গেলেন অধীর। বিহার থেকে বাংলায় ঢুকেছিল রাহুলের ন্যায় যাত্রা। মালদায় ঢুকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী অভিযোগ ছিল, ঢিল মেরে না কি রাহুল গান্ধীর গাড়ির কাঁচ ভাঙা হয়েছে। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি তিনি। অধীরের কথায়, বুঝে নিন, কারা হামলা চালিয়েছে। আমরা এখানে জানি, অতিথি দেব ভব। কিন্তু বাংলায় রাহুল গান্ধীর যাত্রা ঢোকার পর থেকেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। ঘুরিয়ে তিনি তৃণমূলকে নিশানা করতে চেয়েছেন বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। যদিও পরেকংগ্রেসের তরফে জানানো হয়, বিহারেই রাহুলের গাড়িক কাচ ভেঙেছিল। এবার সেই ঘটনায় অধীরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হল।

জখম শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ৬ মার্চ ঃ মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন এক চা শ্রমিক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে। জখম শ্রমিকের নাম আশ্রিতা বদ্রা (৫০)। প্রতিদিনের মতো এদিনও চা বাগানের বি ২ সেকশনে চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন ওই শ্রমিক। চা গাছের ঝোপের আড়ালে অতর্কিতে আক্রমণ করে চিতাটি। ঘটনায় জখম হন ওই শ্রমিক। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চা বাগানের হাসপাতালে এবং পরে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর অবশ্য মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে এদিন মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতলে যান খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা। এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি এই চা বাগানের অপর শ্রমিক চিতাবাঘের হানায় গুরুতর জখম হন। লাগাতার চিতাবাঘের হানায় আতঙ্কিত বাগানের শ্রমিকরা।

Notice Inviting Quotation

Sealed item rate quotation are invited by the undersigned are followed: 1. NIT No.- 02/T (Temporary) of 2023-24. for the work of "Temporary electrical installation work for providing infrastructure and logistics to the CAPF and State Police deployed during General parliamentary Election- 2024 at Jodhpur Park Girls High School under Lake P.S under 149 Kasba(AC), 160 Rashbihari(AC) Assembly Constituency." 2. NIT No.- :03/T (Temporary) of 2023-24_ for the work of "Temporary electrical installation work for providing infrastructure and logistics to the CAPF and State Police deployed during General parliamentary Election- 2024 at Deshapran Birendranath Girls School under Tollygunge P.S under 160 Rashbehari Assembly Constituency. 3. NIT No.- 04/T (Temporary) of 2023-24_for the work of "Temporary electrical installation work for providing infrastructure and logistics to the CAPF and State Police deployed during General parliamentary Election-2024 at Deshapran Birendranath Boys School under Tollygunge P.S under 160 Rashbehari Assembly Constituency." 4. NIT No.- 05 T (Temporary) of 2023-24 for the work of "Temporary electrical installation work for providing infrastructure and logistics to the CAPF and State Police deployed during General parliamentary Election - 2024 at Charu Chandra College under Tollygunge P.S under 160 Rashbehari Assembly Constituency. Tenders will be received in this office up to 2 p.m on 11/03/2024 and opened shortly thereafter. Other details information can be obtained from the office notice board.

Sd/- Assistant Engineer, P.W.D.
Electrical Construction Sub-Division
Govt. of West Bengal

তৃণমূলে যোগদান শতাধিক পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চ ঃ আবারও মালদা জেলায় অসংখ্য কংগ্রেস কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল। জানা যাচ্ছে, মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরাট-সুরতপুর গ্রামের প্রায় শতাধিক কংগ্রেসের পরিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী তজমুল হোসেনের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদিন মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নযনে সামিল হতে শতাধিক পরিবার তৃণমুল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারী হাইয়ুম আলী বলেন, আমরা বহুদিন ধরে কংগ্রেস করছিলাম কিন্তু কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা ভিঙ্গল অঞ্চলের প্রধানের বাবা বিমান বিহারী বসাক নিজের ইচ্ছা মতো পঞ্চাযাতে কাজ করছে,কংগ্রেস কর্মীরা অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আজকে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম।

Notice Inviting E-Tender
Banior Gram Panchayat,
Banior, Birbhum

NIT No. WB/BHM/NAL-I/BAN.GP/14/23-24 Memo No. 51/BGP/15 th CFC/24 & NIT No. WB/BHM/NAL-I/BAN.GP/15/23-24 Memo No. 52/BGP/15 th CFC/24 Prodhan, Banior G.P. Banior invites e-Tender of different works which is available in www.wbetenders.gov.in website. Last date of submission of both tender is 13/03/2024.

Sd/- Prodhan
Banior Gram Panchayat

NOTICE INVITING QUOTATION.

Quotationers must produce documentary evidence to prove their GST Certificate professional tax and income tax clearance certificate with PAN card, Trade License must be produced. e-NIQ No: - WBPWD/ AE/ PESD-I/ eNIQ-43/ 2023-2024 Vide Memo No:-24/100/AE/PESD-I/2023-24 Date:- 06/03/2024 Name of work-: Repairing and renovation of electrical works for Library Room and Class room within the campus of Purulia Zilla School, Purulia in the District of Purulia.. Job No:- PESD-I/RW/33 of 23-24 H/A-2059 stipulated period: 10 days from the date of layout. Last date for submission of tender: 13/03/2024 upto 9am and all tenders will be opened on 13/03/2024 after 9.55 AM. Details may be available from the office of the undersigned during office hours on all working days.

Sd/- S.K.Dey
Assistant Engineer
Purulia Electrical Sub-Division No-I
P.W.D.Purulia

OFFICE OF THE SASATI GRAM PANCHAYAT UNDER SHYAMPUR-II DEV. BLOCK SASATI, SHYAMPUR, HOWRAH NOTICE INVITING E-TENDER No. 141/SGP/E-NIT

For and on behalf of the Sasati Gram Panchayat , the Pradhan , Sasati Gram Panchayat , invites e- tenders in percentage rate from reliable, resourceful, bona fide, eligible contractors for 1(one) works. Last date of submission of Bid(online) 13/03/2024 at 17.00 Hrs. Bid opening date 15/03/2024 at 17.00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Sasti Gram Panchayat

Andulia Gram Panchayat
Mahadia,Kandi,Msd

NIeT No.9/23-24 & 1/SFC/23-24 Last date of submission 11.03.2024 & 12.03.2024. Others details may be available from the Office of the undersigned during office hours.

Sd/-
Prodhan, Andulia GP

লামডিং ডিভিশনে নির্মাণ কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৩৪ অফ ২০২৪, তারিখ: ২৮-০২-২০২৪ (দুইপ্যাকেট সিস্টেম); নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডিইএন/V/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে নিশ্চিন্তপুরে লিফট সহ ১২.০মি চওড়া এফওবি নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১২,৪৮,৫৭,৪২৬.২৪ টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭,৭৪,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৭-০৩-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ২৮-০৩-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২৭-০৩-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ষ্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

টেণ্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/১৮/২৩-২৪ তারিখঃ ০২-০৩-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ

টেণ্ডার সংখ্যা. এনজে২৪৫০২১

বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৪-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ৬ টন লিফটিং ক্ষমতাসম্পন্ন উইন্সের যোগান, পরীক্ষণ এবং কমিশ্বনিং কাজ। **কনসাইনিঃ** এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর পরিমাণঃ ০৪ টি।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএছ ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা ওপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/ নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার প্ল্যাটফর্মে রিটার্ন ট্রেনের ওয়াটার টপিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ১৬-ডব্লিউটি-কেআইআর-২৩, তারিখ ঃ ০৪-০৩-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেমে" ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** দুই (০২) বছরের জন্য কাটিহার (কেআইআর) প্ল্যাটফর্মে থ্রু পাসিং এবং প্ল্যাটফর্ম রিটার্ন ট্রেনের কোচগুলিতে ওয়াটার টপিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৯,০৭,২৯৩.৪০ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৭৪,৫০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের তারিখ ও সময়** ১৬:৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৬-০৩-২০২৪ **তারিখে** ১৭:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

(This is an Advertisement for information purpose only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document or announcement.)

YARN SYNDICATE LIMITED

Our Company was originally incorporated on May 23, 1946, as "Yarn Syndicate Limited" as a Public Limited Company under the provisions of the Indian Companies Act, 1913 with the Registrar of Companies, Calcutta ('Kolkata'). A certificate of incorporation was issued on May 23, 1946 by Registrar of Companies, Calcutta ('Kolkata'). Change of Registered Office of the Company from 86/2/4, S N Banerjee Road, 1st Floor, Flat No. 2, Kolkata, West Bengal -700014 to Shop No 128 Supemall-2 GH-0 Circle, Infocity, Gandhinagar-382 007, Gujarat, has been approved by the Shareholders in the Annual General Meeting held on August 31, 2023.

Corporate Identification Number: L51109WB1946PLC013842
Registered Office: 86/2/4, S N Banerjee Road, 1st Floor, Flat No. 2, Kolkata, West Bengal - 700014
Corporate Office: Shop No 128 Supemall-2 GH-0 Circle, Infocity, Gandhinagar - 382 007, Gujarat
Telephone: +91-7043485611; **Email id: ysl@yarnsyndicate.in;**
Website: https://www.yarnsyndicate.in/;
Contact Person: Ms. Priya Singh, Company Secretary

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. RAVI NIRANJAN PANDYA***

ISSUE OF UPTO 1,80,00,000# PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES WITH PAID UP VALUE OF RS. 5.00/- EACH AND FACE VALUE OF RS. 10.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF YARN SYNDICATE LIMITED ("YARNSYN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 27.00/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF RS. 17.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO RS. 48,60,00,000/- ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 24 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, I.E. 24TH JANUARY, 2024 (THE "RECORD DATE"). THE ISSUE PRICE IS 2.7 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 142 OF THE LETTER OF OFFER.
#ASSUMING FULL SUBSCRIPTION OF THE ISSUE AND RECEIPT OF ALL CALLS MONEY WITH RESPECT TO PARTLY PAID EQUITY SHARES.

PAYMENT METHOD FOR RIGHTS EQUITY SHARES

AMOUNT PAYABLE PER EQUITY SHARE (RS.)	PAID UP VALUE (RS.)	PREMIUM (RS.)	TOTAL (RS.)
On Application	5.00	8.50	13.50
1st and Final call as determined by our Board in consultation with Rights Issue Committee	5.00	8.50	13.50
Total	10.00	17.00	27.00

ON APPLICATION, INVESTORS WILL HAVE TO PAY RS. 13.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE WHICH CONSTITUTES 50 % OF THE ISSUE PRICE AND THE BALANCE RS. 13.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE WHICH CONSTITUTES 50 % OF THE ISSUE PRICE, WILL HAVE TO BE PAID, ON 1ST AND FINAL CALL, AS DETERMINED BY OUR BOARD IN CONSULTATION WITH THE RIGHTS ISSUE COMMITTEE. FOR DETAILS, REFER "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 142 OF LETTER OF OFFER.

****Except Mr. Ravi Niranjan Pandya, all the Promoters (incl. Promoter Group) of our Company have applied for Reclassification of Promoters vide Application No.: 185131 dated 18th September, 2023 and the application is under process. Further, Outgoing Promoters has no nexus with the Company and also Outgoing Promoters are not controlling the Board Structure.*

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Tuesday, 6th February, 2024 and closed on Wednesday, 21st February, 2024 and the last date for On-Market Renunciation of Rights Entitlements was Friday, 16th February, 2024. Out of the total 875 Applications for 20107991 Rights Equity Shares, 488 Applications for 242639 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason, 27587 Rights Equity Shares were partially rejected as disclosed in the Basis of allotment approved by BSE Limited ('BSE'). The total number of valid Applications received were 387 Applications for 19827800 Rights Equity Shares. Final subscription is 110.15% after removing rejection of Rights Equity Shares under the Issue.

In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on 26th February, 2024, in consultation with the Registrar to the Issue ('RTA') and BSE Limited ('BSE'), the Designated Stock Exchange i.e. ('BSE'), the Rights Issue Committee allotted 1,80,00,000 partly paid Rights Equity shares on 27th February, 2024 to the successful Applicants. All valid Applications have been considered for allotment.

1. The break-up of valid applications received through ASBA is as under:

Applicants	No. of applicants	No. of Equity Shares allotted against REs	No. of Rights Equity Shares allotted against valid additional shares	Total Equity Shares allotted
Eligible Equity Shareholders	263	1454994	655329	2110323
Renouncees	124	1197740	14691937	15889677
Total	**387**	**2652734**	**15347266**	**18000000**

2. Information regarding total Applications received

Summary of Allotment in various categories is as under:

Category	Gross			Less: Rejections / Partial Amount			Valid		
	Applications	Equity Shares	Amount	Applications	Equity Shares	Amount	Applications	Equity Shares	Amount
Eligible Equity Shareholders	267	2143360	28935360.00	4	33037	445999.50	263	2110323	28489360.50
Renouncees	608	17964631	242522518.50	484	247154	3336579.00	124	17717477	239185939.50
Total	**875**	20107991	271457878.50	**488**	280191	3782578.50	**387**	19827800	267675300.00

Intimation for Allotment/ refund/ rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on or before 05th March, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking of funds were given on 26th February, 2024. The listing application was filed with BSE on 28th February, 2024 and subsequently, the listing approval was received on 29th February, 2024 from BSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialised form to respective demat accounts of Allottees will be completed on or before 05th March, 2024 by CDSL and NSDL respectively. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment advice or refund/unblocking of ASBA accounts" on Page 166 of the Letter of Offer. The trading in partly paid Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE under **ISIN - IN9564C01011** upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about 7th March, 2024.

Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on 05th March, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is not exceeding Rs. 5,000.00 Lakhs, however the letter of offer will be filed with SEBI for information and dissemination purpose. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full texts as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on page 137 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHNAGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by BSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the LOF for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on Page 138 of the Letter of Offer.

Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, 1 Club House Road, Chennai - 600 002 Tel : +91-4440020700 Email: rights@cameoindia.com Investor Grievance Email id: investor@cameoindia.com Website: https://rights.cameoindia.com/yarn Contact Person: Ms. K. Sreepriya SEBI Registration No: INR000003753 CIN: U67120TN1998PLC041613	Ms. Priya Singh Yarn Syndicate Limited 86/2/4, S N Banerjee Road, 1st Floor, Flat No. 2, Kolkata, West Bengal - 700014 E-mail id: ysl@yarnsyndicate.in; Website: https://www.yarnsyndicate.in/ Tel No: +91-7043485611

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue or Post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant, contact numbers, e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 142 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For, Yarn Syndicate Limited
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Priya Singh
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Kolkata
Date : 7th March, 2024

Disclaimer: Our Company has filed the Letter of Offer with the Stock Exchange ("BSE") and submitted with SEBI for information and dissemination. The Letter of Offer is available on website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. www.bseindia.com, the website of the Registrar to the Issue at **https://rights.cameoindia.com/yarn** and website of the Company at **https://www.yarnsyndicate.in/**. Potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "Risk Factors" on page 26 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States.

কাজ দেওয়ার নামে ৩০ লক্ষ টাকা নিয়ে পলাতক দালাল

সোনামুড়া (ত্রিপুরা), ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এক-দুই নয়, জনৈক প্রতারক-দালালের খপ্পরে পড়ে একযোগে প্রতারণার শিকার হয়েছেন ২১ জন বেকার যুবক। এই অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ায় ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমায়। জানা গিয়েছে, বেকার যুবকদের বিদেশ নিয়ে গিয়ে কাজ দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে চম্পট দিয়েছে সোনামুড়ার মতিনগর গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দালাল সাইফুল ইসলাম। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাতেই সোনামুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতারিতরা। বর্তমানে পলাতক অভিযুক্ত। ভালোভাবে সংসার প্রতিপালনের আশায় সোনামুড়ার অনেকে কাজের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। ইচ্ছুক এ সমস্ত যুবকদের বিদেশে পাঠানোর জন্য ইতিমধ্যে সোনামুড়ার আনাচে-কানাচে গজিয়ে উঠেছে একাধিক দালাল চক্র। পাসপোর্ট, ভিসা থেকে বিমানের টিকিট, মেডিক্যাল ফিটনেস সহ বিদেশ গমনের সমস্ত কাজ এ সমস্ত দালাল চক্রের হাত দিয়ে পয়সার বিনিময়ে করে থাকেন অনেকে। কিন্তু এ সমস্ত দালালদের খপ্পরে পড়ে প্রতারণার শিকার হওয়ার ঘটনাও নেহাত কম নয়। কিন্তু একযোগে ২১ জন প্রতারিত হওয়ার ঘটনা সম্ভবত প্রথম। যা নিয়ে রাতের ঘুম উবে যাওয়ার উপক্রম পুলিশ প্রশাসনেরও। রবিবার রাতে সোনামড়া থানায় এমনই এক ব।সো। প্রতারণা-মামলা নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। প্রতারিতদের অভিযোগ, সোনামুড়া থানা এলাকার মতিনগরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম তাদের বিদেশে পাঠানোর নাম করে প্রতারণা করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েও বিমানের ভুয়ো টিকিট ও ভিসা দিয়ে দিয়েছে তাদের। রবিবার বিমান ধারার জন্য যুবকরা আগরতলা বিমানবঃদরে গেলে প্রকাশ্যে আসে ঘটনা। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বেপাত্তা হয়ে যায় অভিযুক্ত সাইফুল। প্রতারিতদের অভিযোগ, প্রতারক সাইফুলের এই প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত তার স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনরাও। সর্বমোট বিদেশ নিয়ে যাওয়ার নাম করে অভিযুক্ত সর্বমোট ৩০ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে পালিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতারিতরা। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

মা হতে চলেছেন পরিণীতি! ছবি দেখে জোর গুঞ্জন বলিউডে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজকীয় বিয়ের আয়োজনে তাক লাগিয়ে দেন পরিণীতি চোপড়া ও তার স্বামী রাঘব চাড্ডা। বিয়ের পর থেকে দারুণ সময় পার করছেন বলিউডের এই অভিনেত্রী। তবে নায়িকা থেকে গায়িকা হওয়ার খবর দিয়েছেন সম্প্রতি। এবার নেটিজেনদের ক্যামেরায় ভেসে এলো মা হওয়ার গুঞ্জন। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক বরং। সম্প্রতি পরিণীতি চোপড়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে কালো রঙের ঢিলেঢালা ম্যাক্সি টপে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসছেন। চোখে মুখেও ক্লান্তির ছাপ রয়েছে তাঁর। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পাপারাজ্জিদের দেখে পেট ঢাকতেও চেষ্টা করেছেন পরিণীতি। তবে এই নিয়ে এখনই কোনওরকম মন্তব্য করেননি পরিণীতি। ২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর গোধূলি লগ্নে পাঞ্জাবি রীতি রেওয়াজ মেনে উদয়পুরে রাজকীয় বিয়ে সেরেছেন পরিণীতি ও রাঘব চাড্ডা। নিজের গলায় 'ও পিয়া' গান রেকর্ডিং করে রাঘবের প্রতি প্রেমও উজার করেছিলেন পরিণীতি চোপড়া। 'আম আদমি' সাংসদের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রীর হাই প্রোফাইল বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা চলেছিল। এবার চর্চায় পরিণীতির অন্ত ঃসত্ত্বার খবর। মুম্বইয়ের বাড়ি ছেড়ে নাকি দিল্লিতে রাঘবের বাড়িতেই পাকাপাকি রয়েছেন পরী। সিনেমা থেকে দূরে গিয়ে নতুন সংসার গোছানোর জন্যই আপাতত সময় চান অভিনেত্রী। তার মাঝেই অন্ত ঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন। এ ব্যাপারে পরিণীতি অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

ফ্রি-ল্যান্স নিউজ ফোটোগ্রাফার হিসেবে তারাপদবাবু বহু সম্মানে ভূষিত

জন্ম ১৯৪৬ সালে কলকাতায়। ছোটবেলা থেকেই। ক্যামেরায় ছবি তোলা তাঁর শখ। কলেজের পাঠ শেষ করেই অ্যামেচার ফোটোগ্রাফির শুরু। সেইসময় তাঁর মূল বিষয় হয়ে উঠে সিনেমা, ফ্যাশান, খেলাধুলা এবং ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফি। তিনি সম্ভবত একমাত্র ফোটোগ্রাফার যাঁর সুযোগ হয়েছে সত্যজি রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা প্রমুখ চিত্র-পরিচালক ও উত্তমকুমার-এর স্নেহ ধন্য হতে। ফ্রি-ল্যান্স নিউজ ফোটোগ্রাফার হিসেবে তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন দেশে-বিদেশে। যেমন প্রেস ইনস্টিটিউড অ্যাওয়ার্ড। এ ছাড়া জাপান এয়ারলাইনস, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফাউন্ডেশন, হল্যান্ড এবং আরও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও গভরনর মেডেল (সোনা) পান। সম্প্রতি হু('ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগ্যানাইজেশন) আয়োজিত ফোটো প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার জিতে নেন। লন্ডনের রয়্যাল ফোটোগ্রাফির মেম্বার। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ওয়েবসাইটে এবং নিকন ক্যামেরা সাইটেও তাঁর ফোটো দেখা যায়। ফোটো ছাড়া তারাপদর গভীর আগ্রহ খেলাধুলায়। ১৯৬৫-১৯৭৫ নিয়মিত ন্যাশনাল রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় ৫০ টিরও বেশি স্বর্ণপদক এবং আরও ট্রফির মালিক হন। তিনি অন্তররাষ্ট্রীয় কমনওয়েলথ, এশিয়ান গেমস-এর আমন্ত্রণ পেয়েও দূর্ভাগ্যবশত যেতে পারেননি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধে তাঁর অসামান্য ফোটোগ্রাফি। এর পর বত্রিশবছর সিনিয়ার ফোটোগ্রাফার হিসেবে কাজ। ফোটোগ্রাফির বই বিশেষ সমাদৃত। THE ETERNAL SHE মহিলাদের জন্ম থেকে বৃদ্ধা বয়সের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন মুহূর্তের ফোটো তুলে ধরেন। এই বইটি শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) বইমেলায় উদ্বোধন করেন। এরপর বাংলা লেখা তিনটি বই 'মূহূর্তরা মুহূর্তের কাছে ঋণী' ও 'জিম করবেটের পরবর্তীকালের শিকার' এবং 'কালাগড়ের ভয়ঙ্কর নরখাদক' প্রশংসনীয়। শান্তিনিকেতনের ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, বিশ্বভারতী থেকে ওয়ার্ল্ড ফোটোগ্রাফি ডে'র দিন তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়েছে। তথ্য ও ছবি সুবল সাহা।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

দিঘার সমুদ্রে নয়া প্রাণীর সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা, রাষ্ট্রপতির নামকরণ 'মেলানোক্ল্যালমিস দ্রৌপদী'?

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ৬ মার্চ ঃ দিঘায় এবার এক নতুন প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে বল খবর মিলেছে। নতুন এই প্রাণীটিকে পর্যটকদের দেখার জন্যে

দিঘার মেরিন অ্যাকোরিয়ামে সংরক্ষিত করা হয়েছে। গবেষণা চালাতে গিয়ে নতুন প্রজাতির হেড শিল্ড সামুদ্রিক স্ল্যাগের খোঁজ পান জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা। আর ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানাতে তাঁর নামানুসারে প্রাণীটির নামকরণ করা হয়েছে, 'মেলানোক্ল্যালমিস দ্রৌপদী'। দিঘার মেরিন অ্যাকোয়ারিয়ামে প্রাণীটিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যা নতুন আকর্ষণ হতে চলেছে দিঘায়।

বছর কয়েক আগে পেটুয়াঘাট এলাকা থেকে এক নতুন ধরনের ইল মাছের খোঁজ পেয়ে ছিলেন বিজ্ঞানীরা। এবার দিঘা সমুদ্রে শামুক জাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিজ্ঞানী মহলে। আবিষ্কৃত নতুন প্রাণীটির নামকরণ করতে গিয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সম্মান জানিয়ে বিজ্ঞানীরা নতুন সামুদ্রিক প্রাণীর নাম দিয়েছেন, 'মেলানোক্ল্যালমিস দ্রৌপদী'। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দেশের রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানাতে তাঁর নামেই নামকরণ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, নতুন প্রজাতির এই অমেরুদণ্ডী প্রাণীটি দেখতে মোটেও সাধারণ শামুকের মতো নয়। বাইরের নরম বাদামি অংশের নীচে নরম এক প্রকার খোল রয়েছে এই সামুদ্রিক প্রাণীর। ওল্ড দিঘা থেকে উদয়পুর সৈকত পর্যন্ত ২ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে নতুন প্রজাতির হেড শিল্ড সামুদ্রিক স্ল্যাগের দেখা পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার 'ম্যালাকোলজিক্যাল সোসাইটি অ্যান্ড সোসাইটি ফর দি স্টাডি অফ মোলুস্কান ডাইভারসিটি'র একটি জার্নালে। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনস্থ দিঘা মেরিন অ্যাকোরিয়াম অ্যান্ড রিজিওন্যাল রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী জানান, ২০২২ সালে প্রথম শামুক প্রজাতির এই অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণীর খোঁজ পাওয়া যায় দিঘা সমুদ্রে। এর পর নানা ধরনের পরীক্ষা ও ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে নতুন প্রজাতিকে চিহ্নিত করা হয়। প্রাণীটি লম্বায় ৭ মিলিমিটার। নানা ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

কলকাতায় রাঘবেন্দ্র রাঠোর যোধপুর উৎসবের রেগালিয়া সংগ্রহ উপস্থাপন করলো

৬ মার্চ ঃ রাঘবেন্দ্র রাঠোর যোধপুর (আর আর জে), তার স্বাক্ষর বাঁধন গালাস এবং ক্লাসিক বেস পোক পুরুষদের পোশাকের জন্য পরিচিত, ৮ এবং ৯ মার্চ কলকাতায় একটি দুদিনের শোকেসে বহু প্রতীক্ষিত ফেস্টিভ রেগালিয়া সংগ্রহ উন্মোচন করেছে। সংগ্রহটি সুন্দরভাবে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আধুনিক নান্দনিকতার সাথে মিশ্রিত করেছে। উৎসবের রেগালিয়া বিলাসের একটি প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে, ঐতিহ্য এবং করুণার মাধ্যমে সৌন্দর্য কে চিত্রিত করার জন্য জটিলভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। হস্তনির্মিত টেক্সটাইল, ক্লাসিক ডিজাইন, অভিনব কাপড়, অনন্য টেক্সচার, সূক্ষ্ম সূচিকর্ম এবং আনুষঙ্গিক গুলোর সাথে একটি সুষম রঙের প্যালেটের একটি দুর্দান্ত নির্বাচন এই সংগ্রহটিকে সংজ্ঞায়িত করে। আইকনিক রাঘবেন্দ্র রাঠোর

যোধপুর বন্ধ গালা জ্যাকেট, ব্র্যান্ডের ৮০০ বছরের উত্তরাধিকারের প্রতিফলন এবং একটি বিশ্বব্যাপী বিবৃতি, সংগ্রহের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংগ্রহের বিবরণ গুলো পুরানো-বিশ্বের আকর্ষণ এবং আধুনিক চটকদার-শৈলীর সাথে সাবধানতার সাথে একত্রিত করা হয়েছে-একটি দুর্দান্ত শ্রদ্ধা যা এখনকার ফেব্রিকের মধ্যে অতীতের যুগের সৌন্দর্যকে বুনেছে। সংগ্রহে নিজেকে নিমজ্জিত করার একটি সীমিত সময়ের সুযোগ-ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবনের সংশ্লেষণ, যেখানে প্রতিটি অংশ ঐতিহ্য এবং শৈল্পিক সৃজনশীলতার অনন্য অভিব্যক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের ঠিকানা ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি, কাকরিয়া এস্টেট, পার্ক স্ট্রিট এলাকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭১।

সংশোধনাগারে বন্দিদের সন্ত্রাসে মদত,দোষীদের ধরতে সাত রাজ্যের ১৭ জায়গায় এনআই হানা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ ধৃতদের জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই অভিযানে নেমে পড়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। সাতটি রাজ্যের ১৭টি জায়গায় এনআইএ অভিযান চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । মঙ্গলাবর সকাল থেকে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুতে অভিযান চলছে। সূত্রের খবর, সন্ত্রাসবাদী হামলার ষড়যন্ত্রে জড়িত সন্দেহভাজনদের সঙ্গে যোগ রয়েছে এই স্থানগুলির । তাই ওই ১৭টি জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই তল্লাশির সঙ্গে সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরমে ক্যাফে বিস্ফোরণের যোগ থাকার বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।ঘটনার পিছনে রয়েছে এক লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বেঙ্গালুরুর সংশোধনাগারে বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাসে উসাহ প্রদান এবং আত্মঘাতী হামলার ষড়যন্ত্র মামলায় চলতি বছরের জানুয়ারিতে একজনের যাবজ্জীবন সাজার পাশাপাশি এবং দুই পলাতক-সহ আটজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। চার্জশিটভুক্ত অভিযুক্তদের মধ্যে নাম রয়েছে কেরলের কান্নুর জেলার টি নাসিরের। যিনি ২০১৩ সাল থেকে বেঙ্গালুরুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছেন। অন্যদিকে চার্জশিটে নাম থাকা জুনাইদ আহমেদ ওরফে জেডি এবং সলমন খান বিদেশে পালিয়ে গিয়েছে বলে সন্দেহ

করা হচ্ছে। বাকিরা হলেন সৈয়দ সুহেল খান ওরফে সুহেল, মহম্মদ উমর ওরফে উমর, জাহিদ তবরেজ ওরফে জাহিদ, সৈয়দ মুদাসির পাশা ও মহম্মদ ফয়সাল রব্বানী ওরফে সাদাথ। ৮ জনকে ভারতীয় দণ্ডবিধি, বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, বিস্ফোরক পদার্থ আইন এবং অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে সাতজনের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ, হাতবোমা এবং ওয়াকি-টকি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এগুলি বাজেয়াপ্ত করার পরে বেঙ্গালুরু সিটি পুলিশ গত বছরের ১৮ জুলাই মামলাটি দায়ের করেছিল। অভিযুক্তদের একজনের বাড়িতে সাতজন জড়ো হয়েছিলেন অস্ত্রগুলি উদ্ধার হয় । ২০২৩ সালের অক্টোবরে এনআইএ এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে। এরপরেই জাতীয় তদন্তাকারী সংস্থার তরফে প্রকাশ করা হয় যে টি নাসির বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ মামলায় জড়িত। তাঁরা ২০১৭ সালে বেঙ্গালুরুর সংশোধনাগারে বন্দি থাকাকালীন অন্যান্য অভিযুক্তদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সালাম একটি পকসো মামলায় কারাগারে বন্দি ছিলেন। অন্যরা একটি হত্যা মামলায় জড়িত ছিলেন।

অভিন্ন মুদ্রা চালু মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে চাইছেন। তিনি এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতই মুসলিম দেশগুলির মধ্যে, একটি অভিন্ন মুদ্রা চালু করার পরামর্শ দিয়েছেন। তুরস্কের বাণিজ্য উপমন্ত্রী মোস্তফা তুজকুর নেতৃত্বে ডি-৮ বাণিজ্যমন্ত্রীদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে এই পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশ্বের আটটি সর্বাধিক জনবহুল মুসলিম দেশকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে ডি-৮। এর লক্ষ্য নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি এই দেশগুলির জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বন্ধুত্বের উন্নতি ঘটানো। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ওই বৈঠকে বলেন, 'আমার লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের ভাগ্য ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা এবং এটা তখনই সম্ভব, যখন আমরা আমাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বা।।তে পারব।'মঙ্গলবার গণভবনে ওই বৈঠকের পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন 'সেখানেই মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বা।।তে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ধাঁচে একটি অভিন্ন মুদ্রা চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন শেখ হাসিনা। সেখানে তিনি বলেন, এইরকম একটি অভিন্ন মুদ্রা চালু করতে পারলে খুব ভালো হবে। আমরা যদি আমাদের মধ্যে বাণিজ্য উন্নত করতে পারি, তবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে না।'রোহিঙ্গা ইস্যুমায়ানমারে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। তাতে আরও অনেকেই সীমানা পার হয়ে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করছে। এমনিতেই গত কয়েক বছর ধরে রোহিঙ্গা ইস্যুতে নাজেহাল হচ্ছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি রোহিঙ্গা শিবিরে নতুন করে নানা অশান্তি দেখা দিয়েছে। তাই ওই বৈঠকেও উঠে আসছে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ। বৈঠকে, রোহিঙ্গা ইস্যুতে শেখ হাসিনা বলেন, 'তাদের একটি বা দুটি প্রজন্ম হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের অনেকেই অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। মায়ানমারের বর্তমান অভ্যন্তরীণ দ্বঃদ্বের কারণে এটি দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে।'একে অপরকে সাহায্যকি করে ডি-৮-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি একে অপরকে সাহায্য করতে পারে তা নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, সেখানে শেখ হাসিনা বলেন, 'ডি-৮-এর উচিত ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিবারের মতন একসঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি আমাদের উচিত নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য একে অপরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া।'ওই বৈঠকের মূল এজেন্ডা ছিল ডি-৮ সদস্য দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) বাস্তবায়ন এবং এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রগুলো প্রসারিত করা। সেখানে ডি-৮ দেশগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য জোরদারে সম্মত হওয়ায় ঢাকা ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। সেখানে ঠিক হয়েছে আগামী ২০৩৯-এর মধ্যে ডি-৮ সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার হবে।

বাইডেনকে বর্জনের জন্য এবার মিনেসোটাতেও 'আনকমিটেড ভোটের প্রচারণা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এবার যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের প্রাইমারিতে (প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ে ভোট) মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বর্জনে 'আনকমিটেড ভোট দেওয়ার জন্য প্রচার-প্রচারণা চলছে। ইসরায়েল প্রশ্নে অবস্থান বদলাতে বাইডেনকে চাপ দেওয়ার জন্য অ্যাকটিভিস্টরা এমন উদ্যোগ নিয়েছেন। তাদের আশা, আজ সুপার টুয়েসডেতে প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট ও মুসলিম আমেরিকানদের জোটটি দৃঢ়ভাবে বাইডেনকে বর্জনের পক্ষে অর্থাৎ আনকমিটেড ভোট দেবে। ব্যালটে প্রার্থীদের নামের তালিকা থেকে কাউকেই পছন্দ না হলে ভোটার তখন 'আনকমিটেড অংশটি বাছাই করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে গত সপ্তাহে মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রাথমিক বাছাইয়ে জয়ী হন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে গাজায় যুদ্ধ প্রশ্নে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ায় তাঁর বিরোধিতা করেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোট পড়েছে। অনেক ভোটার ব্যালটে 'আনকমিটেড (প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়) ভোট দিয়েছেন। মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কোনো এলাকা নয়। এটি ঐতিহাসিকভাবে ডেমোক্র্যাটদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সুতরাং আনকমিটেড ভোটের যে প্রভাব, তা মিনেসোটায় পড়ার সুযোগ নেই।এরপরও নিজের দলের মধ্যে বাইডেনের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য মিনেসোটার ভোটের ওপর নিবি। ভাবে নজর রাখা হচ্ছে। মিনেসোটায় কয়েকটি সংগঠন ভোটারদের ফোন করে, টেক্সট পাঠিয়ে, মসজিদ এবং বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারে প্রচার চালিয়ে বাইডেনকে বর্জনের জন্য ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এমনই একটি মুভমেন্ট হলো 'অ্যাবানডন বাইডেন'। এ মুভমেন্টের কো-চেয়ার জায়লানি হুসেন বলেন, ' থামানোর লক্ষ্য নিয়ে বাইডেনের বিরুদ্ধে এটি হবে আরেকটি প্রতিবাদী ভোট (প্রটেস্ট ভোট)।হুসেনের হিসাব অনুসারে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার মুসলিমের বসবাস। তিনি বলেন, মিনেসোটায় ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাইয়ে ১০ হাজার ভোটার বাইডেনকে সমর্থন না দিয়ে 'আনকমিটেড ভোট দেবেন। এ সংখ্যা আরও বেশিও হতে পারে।'আনকমিটেড ভোটের পক্ষে প্রচার চালানো সংগঠনগুলোর দাবি, বাইডেন যেন ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতিকে সমর্থন দেন। সম্প্রতি মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের প্রাথমিক বাছাইয়ের ফলাফলে দেখা গেছে, বাইডেন ৮১ শতাংশ ভোট জিতেছেন। বাইডেনের প্রচারণা শিবিরের এক কর্মকর্তা বলেন, এ ফলাফলের মধ্য দিয়েই বোঝা গেছে, সমর্থকদের একটা বড় অংশ বাইডেনের সঙ্গে আছেন। মিনেসোটাতেও একই রকম ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করেন তিনি। আয়োজকেরা ক্যালিফোর্নিয়া, জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, ভারমন্ট এবং অন্য অঙ্গরাজ্যগুলোয় একই ধরনের উদ্যোগ

নিচ্ছেন। মঙ্গলবার মিনেসোটাসহ ১২টির বেশি অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের দলীয় প্রাথমিক বাছাইপর্বের ভোট হবে। দিনটি 'সুপার টুয়েসডে' নামেও পরিচিত। ধারণা করা হচ্ছে, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিরোধিতার পরও বাইডেন প্রাথমিক বাছাইপর্বে জয়ী হবেন এবং ডেমোক্র্যাট পার্টি থেকে মনোনয়ন পাবেন।

Name Change

I HAJI SYED SULTAN AHMED, SON OF LATE SYED MANZOORUL HAQUE , RESIDING AT 41, JANNAGAR ROAD, PARK CIRCUS, PO CIRCUS AVENUE, PS BENIAPUKUR, DIST KOLKATA, PIN-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED SULTAN AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024, THAT HAJI SYED SULTAN AHMED AND SYED SULTAN AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I , SHRI RIZWAN AHMED AND RIZWAN AHMED, SON OF SYED SULTAN AHMED, RESIDING AT 41, JANNAGAR ROAD , PARK CIRCUS, PO CIRCUS AVENUE, PS BENIAPUKUR, DIST KOLKATA, PIN-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED RIZWAN AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024, THAT SHRI RIZWAN AHMED AND RIZWAN AHMED ALSO SYED RIZWAN AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Nur Mahammad Sekh & Nur Mohammad Sk (old name) S/o Hisar Ali Sekh, residing at 30, MADHY AYODHYANAGAR, USTHI, Diamond Harbour, 743513, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Noor Mahammad Sk (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/03/2024. Noor Mahammad Sk (new name) and Nur Mahammad Sekh & Nur Mohammad Sk (old name) all are same identical person.

Name Change

I CHANDAN KUMAR SAHA, S/O LATE RADHABALLAV SAHA, R/O 55, M.M. GHOSH ROAD, PS DUMDUM, KOLKATA -700074, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDAN SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT(No 407) SWORN BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT BARASAT ON 27/02/2024. THAT CHANDAN KUMAR SAHA AND CHANDAN SAHA, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Akram Hossain Mondal (old name) S/O Tofazzel Hossain, residing at Vill-Teghoria, P.O.- Abad Kuliyadanga, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743456, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Akram Hossain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/03/2024. Akram Hossain (new name) and Akram Hossain Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I,ATIAR RAHAMAN MOLLICK,SON OF SHUKUR MALLICK, RESIDING AT PASCHIM BAINAN, BAINAN, HOWRAH-711303, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATIYAR MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024.THAT ATIAR RAHAMAN MOLLICK AND ATIYAR MALLICK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jagjit Kaur Sara (old name) D/O Nachattar Singh, residing at 141, B.T. Road, Flat- 3G, P.S. – Baranagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700035, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jagjit Kaur (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/03/2024. Jagjit Kaur (new name) and Jagjit Kaur Sara (old name) both are same identical person.

Name Change

I PRALHAD DAS, S/O PHANI DAS, R/O DARAPPUR, HARIANKHI, PS CHAKDAH, NADIA-741223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAHLAD DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024, THAT PRAHLAD DAS AND PRALHAD DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,RABIN SETISURAL,S/O NARENDRA SETISURAL, RESIDING AT 7TH MILE KALIMPONG KHASMAHAL, KALIMPONG-734301,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROBIN SETISURAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024.THAT RABIN SETISURAL AND ROBIN SETISURAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Aktarijjaman Mondal & Aktarujaman Mondal (old name) S/O Ajijur Rahaman Mondal, residing at Kamargaria Madhyapara, Gangnapur, Nadia- 741238, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aktaruzzaman Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/03/2024. Aktaruzzaman Mondal (new name) and Aktarijjaman Mondal, Aktarujaman Mondal (old name) all are same identical person.

Name Change

I SUBHASHIS BANERJEE , C/O LATE BIRENDRA KUMAR BANERJEE,R/O 14, BK MOITRA ROAD, PO BARANAGAR, BARRACKPORE, PIN-700036, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASIS BANERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024, THAT SUBHASHIS BANERJEE AND SUBHASIS BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MOHAMMAD HOSSAIN, SON OF JUMRATI SEIKH, RESIDING AT BARAGARH, DEBRA, WEST MEDINIPUR-721126, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD HUSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024.THAT MOHAMMAD HOSSAIN AND MOHAMMAD HUSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUDHRITI CHOWDHURY SARKAR, W/O SUMIT CHOWDHURY, R/O G-17/2, KARUNAMOYEE, SECH BHAVAN, SECTOR-2, SALT LAKE, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDHRITI CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024, THAT SUDHRITI CHOWDHURY AND SUDHRITI CHOWDHURY SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Abdul Wahab Dhali (old name) S/O Abubakkar Siddique, residing at Vill- Bishnupur, P.O.- Taraguni, P.S.-Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin-743401, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Abdul Wohab Dhali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/03/2024. Md Abdul Wohab Dhali (new name) and Md Abdul Wahab Dhali (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Rani Bala Shil (old name) W/O Late Matilal Sil, residing at 102, Sarbapally, Jaffarpur, P.O.- Nona Chandan Pukur, P.S.- Mohanpur, Barrackpore, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700122, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rani Bala Sil (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/03/2024. Rani Bala Sil (new name) and Rani Bala Shil (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Anasua Pal Banerjee (old name) W/O Abhijit Pal, residing at UV-24-1D, 1050/1 Survey Park, Santoshpur, Kolkata, West Bengal, 700075 have changed my name to (shall henceforth be known as) Anasua Pal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/03/2024. Anasua Pal (new name) and Anasua Pal Banerjee (old name) both are same identical person.

Name Change

I SWADES RANJAN DAS, C/O LATE ASNBANI DAS, R/O VILL KANAKPUR UTTAR PARA, PO NARANDA, EAST MEDINIPUR,PIN-721139, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWADESH DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024, THAT SWADES RANJAN DAS AND SWADESH DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Debabrata Mondal (old name) S/O Jogendra Mandal, residing at Vill- Babalpur, P.O.- Sulochana, P.S.- Nandapukur, Dist- Purba Medinipur, Pin-721651, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Debabrata Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/03/2024. Debabrata Mandal (new name) and Debabrata Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ashim Shil (old name) S/O Late Matilal Sil, residing at 102, Sarbapally, Jaffarpur, P.O.- Nona Chandan Pukur, P.S.- Mohanpur, Barrackpore, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700122, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ashim Sil (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/03/2024. Ashim Sil (new name) and Ashim Shil (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Srilekha Mondal (old name) W/O Debabrata Mandal, residing at Vill-Babalpur, P.O.- Sulochana, P.S.- Nandapukur, Dist- Purba Medinipur, Pin-721651, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Srilekha Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/03/2024. Srilekha Mandal (new name) and Srilekha Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Chhabirani Dutta W/o Indranath Chatterjee R/o Bahadurpur, P.O.-Belmuri, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly Rural, Pin-712302 shall henceforth be known as Chhabirani Dutta Chatterjee. I declare that Chhabirani Dutta Chatterjee and Chhabirani Duttais same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-03-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি সুশনাটা কুমার ভৌমিক (Sushnata Kumar Bhowmik) (old name) পিতা স্বর্গীয় ভানু গোপাল ভৌমিক ঠিকানা ২২০, ক্ষুদিরাম সারণি বাই লেন, পোস্টঅফিসঃ রবীন্দ্রনগর, দক্ষিণ দমদম, থানাঃ দমদম, ব্যারাকপুর-৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা কোর্টের Affidavit দ্বারা সুশান্ত কুমার ভৌমিক (Sushanta Kumar Bhowmik) (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 624 dated 06.03.2024। সুশনাটা কুমার ভৌমিক (Sushnata Kumar Bhowmik) (old name) এবং সুশান্ত কুমার ভৌমিক (Sushanta Kumar Bhowmik) (new name) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, ATIKA PARVEEN D/o. SK RASHID age about 22yrs R/o.2/2.TILJALA ROAD GOBINDA KHATICK ROAD KOLKATA-700046, do hereby affirm and declare as follows.That my name wrongly recorded in my Madhyamik Pariksha (Secondary Examination 2023)Being no 210122N-0229 as ATIKA PRAVIN instead of ATIKA PARVEEN. ATIKA PARVEEN is my correct name vide an affidavit sworn before the Ld.1st class Judicial Magistrate at Calcutta on- 05/03/2024. That ATIKA PRAVIN and ATIKA PARVEEN is the same and one identical person only.

Name Change

I, ATIKA PARVEEN D/o.SK RASHID R/o 2/2. TILJALA ROAD, GOBINDA KHATICK ROAD KOLKATA-700046. do hereby declare as follows-That my Father Actual and correct name is SK RASHID. That in my Birth Certificate Being No-30851, my Father name wrongly recorded as SK ROSHID.That SK RASHID and SK ROSHID is the same and one identical person vide an affidavit sworn before the Ld.1st Class Judicial Magistrate at Calcutta on-05/03/2024.

প্রাথমিকে শিশুদের যোগাভ্যাস, ছাত্র- ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে যোগাভ্যাস করলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ একাধিক শিক্ষা আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ মার্চ ঃ প্রাথমিকে শিশুদের যোগাভ্যাস ! শিবিরে ছাত্র- ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে যোগাভ্যাস করলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ একাধিক শিক্ষা আধিকারিক। আগামী দিনে মালদায় প্রাথমিকের শিশুদের যোগাভ্যাসের উপর জোর দিতে চলেছে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর। এই বিষয়ে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ও মালদা চক্র অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরণ অফিস। সম্প্রতি মালদা চক্রের দক্ষিণ ভাটার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র- ছাত্রীদের নিয়ে যোগা ও শিশু সংসদ শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের মধ্যে শিশু সংসদে ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাকটিভিটি নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র- ছাত্রীদের যোগাভ্যাসে উৎসাহ প্রদান করতে যোগ ব্যায়াম করেন মালদা জেলার প্রাথমিকের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সত্যজিত মন্ডল এ আই মালেক সেখ ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। এই শিবির এস আই, এ আই ও ডি আই উপস্থিত থেকে শিবিরে ছাত্র- ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাভ্যাস করেন। শিশু সংসদ ও যোগা প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে ছাতিয়ানমোড় প্রাথমিক বিদ্যালয, (৮৪) গনেশ পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭৬)ও সাহাপুর জুনিয়র বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬৬)। তিন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ। ছাত্র - ছাত্রীদের নিয়ে এই ধরনের যোগা ও শিশু সংসদ শিবিরের আয়োজনের গুরুত্বের কথা জানান ডি আই সত্যজিত মন্ডল। ডি আই সত্যজিত মন্ডল জানান, আজ নিজে যোগাভ্যাস করে ভালো লাগলো। চেষ্টা করব আগামীতে মালদা চক্রের সঙ্গে সঙ্গে গোটা মালদা জেলাতে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এই যুগ অভ্যাস অনুশীলন করার। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ জানান আগামী দিনে মালদায় প্রাথমিকের শিশুদের যোগাভ্যাসের উপর জোর দিতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। এই বিষয়ে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ও মালদা চক্র অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরণ অফিস। এই ধরনের অনুষ্ঠান বেশি বেশি করা প্রয়োজন। প্রতিটি বিদ্যালয় ছাত্র- ছাত্রীদের যদি যোগাভ্যাস করানো যায় তাহলেই রোগমুক্ত দেশ করা সম্ভব হবে।

বোলপুরে ইডি তৎপরতা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ মার্চ ঃ বীরভূম জেলার বোলপুরে তৎপরতা দেখা গেলো ইডির আধিকারিকদের অভিযানে। বুধবার দুপুরে বোলপুরে মিশন কম্পাউন্ডের একটি বেসরকারি ব্যাংকে হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাইরে মোতায়েন করা হয় সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী। সূত্রের খবর, বোলপুরে জেলা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে কালী মন্দিরের মা কালীকে প্রতিবছর কালীপুজোর সময় ৫৬০ ভরি সোনা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হত। সেই সোনার গহনার কাগজপত্র খতিয়ে দেখতে ইডির আধিকারিকরা এই ব্যাংকে হানা দেয়। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তারা ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রায় চার ঘন্টা ধরে তারা ব্যাংকের ভিতরে থাকেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দুটি ব্যাগ ও প্রচুর নথিপত্র নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বের হন। গরু পাচার মামলায় প্রথমে বীরভূম জেলার দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে সিবিআই পরে ইডি গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যেই তিনি তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন। দফায় দফায় বোলপুরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে সিবিআই ও ইডির আধিকারিকরা হানা দেয়। ফের আবারও বোলপুরে বুধবার দুপুরে মিশন কম্পাউন্ডের একটি বেসরকারি ব্যাংকে হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বোলপুরে আরেকটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বোলপুরের যে ব্যাঙ্কে যে আগুন লাগে, সেই ব্যাঙ্কে ইডির নজর ছিল, এমনটি সূত্রের খবর ছিল।

নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

জনগণের জন্য একটি সাধারণ তথ্য, যাতে দীর্ঘদিন ধরে গুয়াহাটির পার্সেল অফিসে পড়ে থাকা সংযোগহীন ও বিতরণহীন চালানের নিষ্পত্তির জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এগুলি প্রকাশ্য নিলামের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে, যা ২০-০৩-২০২৪, ১০-০৪-২০২৪, ২৫-০৪-২০২৪, ০৭-০৫-২০২৪, ২৯-০৫-২০২৪, ১১-০৬-২০২৪, ২৭-০৬-২০২৪, ০৪-০৭-২০২৪, ২৫-০৭-২০২৪, ০৭-০৮-২০২৪, ২৮-০৮-২০২৪, ১০-০৯-২০২৪, ২৬-০৯-২০২৪, ০৪-১০-২০২৪, ২৩-১০-২০২৪, ০৫-১১-২০২৪, ২০-১১-২০২৪, ১০-১২-২০২৪, ২৭-১২-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। যদি কোনও নির্দিষ্ট দিনে কোনও 'বন্ধ' অথবা 'ছুটি' থাকে তাহলে সেটি পরের কর্মদিনে অনুষ্ঠিত হবে। নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে আমানত ধনের জন্য পৃথকভাবে প্যান কার্ড সহ মাত্র ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জমা করতে আগ্রহী বিডারদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও সামগ্রী প্রত্যাহারের অধিকার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। বিডারদের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার পর এবং কোনও চালানের বিপরীতে সর্বোচ্চ বিড প্রদানের পরও যদি কোনও বিডার বিডের কোনও প্রস্তাব প্রদান না করেন তাহলে সংশ্লিষ্ট বিডারের দ্বারা জমা করা আমানত ধন বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিডের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করার পর নিলামের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে/লিফটিং অর্ডার লাভের পর রেলওয়ে প্রাঙ্গণ থেকে যদি চালান সরানো না হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট বিডারের দ্বারা জমা করা আমানত ধন বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ডিসিএম, গুয়াহাটি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বউমার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ মার্চ ঃ ঋণের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার বৌমার বিরুদ্ধে। টাকা ফেরত চাইতে গেলে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিকে ব্যাংকের টাকা মেটাতে চাপ দিচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। ফলে বিপাকে পড়েছেন ঋণ গ্রহীতারা। ঘটনাটি বীরভূমের নলহাটি থানার বানিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর গ্রামে। জানা গেছে, বছর দুয়েক আগে নলহাটির গোবিন্দপুর গ্রামের যমুনা স্বনির্ভর দলের সদস্যারা একটি বেসরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। তাদের দাবি, ব্যাঙ্কের নির্ধারন করে দেওয়া মাসিক কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রতিমাসে স্বনির্ভর দলের দলনেত্রী হাজেরা খাতুন ও কোষাধ্যক্ষ জুলেখা খাতুনের কাছে তারা জমা দিয়েছেন। বানিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্য ইযার মহম্মদ থানদারের বৌমা জুলেখা খাতুন স্বনির্ভর দলের কোষাধ্যক্ষ। অভিযোগ, কিস্তির টাকা দলনেত্রী ও কোষাধ্যক্ষ ব্যাঙ্কে তাদের ঋণ অ্যাকাউন্টে জমা করেননি। এদিকে স্বনির্ভর দলের ঋণ গ্রহীতাদের কাছে ঋণ পরিশোধ করতে চাপ দিচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ পরিশোধের না করার বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর স্বনির্ভর দলের দলনেত্রীর কাছে যান ঋণ গ্রহীতারা। ঋণ গ্রহীতাদের অভিযোগ, তাদের দেওয়া ঋণের মাসিক কিস্তির টাকা দলনেত্রীকে পরিশোধ করতে বললে দলনেত্রী ও তার স্বামী সেই টাকা মেটাতে রাজি হননি। উল্টে তাদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তারা। তারা বিষয়টি স্থানীয় বানিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়েছেন। পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান সুভাষ লেট জানিয়েছেন, টাকা আত্মসাৎ করার বিষয়টি স্বনির্ভর দলের দলনেত্রী ও কোষাধ্যক্ষ স্বীকার করেছেন। সেই টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা রেজুলেশনও করেছেন। তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। জাহান্নারা বিবি বলেন, আমরা যমুনা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। ২৩ মাসে ধরে সেই টাকা দলনেত্রী তথা কোষাধ্যক্ষ জুলেখা খাতুনকে জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু জুলেখা সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেয়নি। ফলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিচ্ছে। ব্যাঙ্কে গিয়ে জানতে পারি এখনও প্রায় এক লক্ষ টাকা বাকি রয়েছে। পঞ্চায়েতে টাকা আত্মসাতের কথা স্বীকার করে নিলেও এখন সেটা ব্যাঙ্কে পরিশোধ করেনি। বানিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুভাষ লেট বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অভিযোগ পেয়ে আমরা উভয়পক্ষকে পঞ্চায়েতে ডেকেছিলাম। পঞ্চায়েতে বসে একটা রেজুলেশন করা হয়। সেখানে জুলেখা টাকা পরিশোধের করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এখনও কেন মেটাচ্ছেন না। ব্যাঙ্ককে পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছি।

ছাত্রছাত্রীদের গবেষণামূলক ভ্রমণ

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৬ মার্চ ঃ নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকে মাছচাষি মৎস্যজীবীদের মৎস্য উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহিত করছে ব্লকের মৎস্য বিভাগ। একদিকে অভিনব মাছ চাষ সহ মাছ চাষিদের ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে সময়ে করে যোগাযোগ গড়ে তুলে জানানো হচ্ছে আধুনিক চাষাবাদের তথ্য। ৬ মার্চ ২০২৪ মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম এক ব্লকের মৎস্যক্ষেত্রের অভূতপূর্ব কর্মসূচিতে অধ্যয়ন করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার এক দল ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়েছেন। ব্লকের মৎস্যচাষ সম্প্রসারক আধিকারিক সুমন কুমার সাহু মাছ এলাকার মৎস্য চাষের সম্যক পরিচয় দিয়ে ক্লাস নিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের তেমনি তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা পুকুরে মাছ-সবজী-হাঁস মুরগী জৈবচাষ, ঈষদ নোনাজলের ভেনামী চিংড়ি, মিষ্টি জলের মাছ, চৌবাচ্চায় রঙ্গিন মাছ চাষ, নদীতে মাছ ধরা সহ বাক্সে কাঁকড়ার চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্র ঘুরে ঘুরেছে এই শিক্ষানবিশ দল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষানবিশরা নন্দীগ্রাম এক ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মৎস্য ক্ষেত্রের একুয়াটিক ইকোলজি ও সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের ওপর অধ্যায়ন করে এবং জল মাটি নমুনা সংগ্রহ সহ করেছেন। নন্দীগ্রাম-এক ব্লকের মারিসদান্ডা গ্রামের সমন্বিত মৎস্য খামারী শঙ্কর বর্মন যেখানে অভিনব পদ্ধতিতে একই সময়ে পুকুর পাড়ে শাক সবজি, পুকুরে মাছ ও হাঁস- মুরগির চাষ হচ্ছে। সাউদখালি গ্রামে ভেনামী চিংড়ি চাষি নিশিকান্ত বেরা। সোনাচূড়ায় বাক্স কাঁকড়ার মহিলা মাছ চাষি মার্নিট বেরা সহ এলাকার মৎস্য খামারীরা বেশ খুশি তাদের কাজের পদ্ধতি দেখতে আসায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক তথা জুলজি সোসাইটি, কলকাতার সম্পাদক ডক্টর সুমিত হোম চৌধুরি মহাশয় নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন বণিককে অনুরোধ জানিয়েছিলেন মৎস্যচাষ সম্প্রসারক আধিকারিক সুমন কুমার সাহুর তত্ত্বাবধানে যে ছাত্র ছাত্রিরা মাঠ পর্যায় অধ্যায়ন - এর বিষয়ে আর সেই অধ্যায়ন শেষে অনেক কিছু শিখলো বলে জানান এই ছাত্র- ছাত্রীরদল।

খন্ডঘোষে প্রচার কর্মসূচি সৌমিত্র খাঁর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ মার্চ ঃ বুধবার পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ এলাকায় দলের কার্যকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করলেন বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। এদিন প্রথমেই তিনি খন্ডঘোষ ৪ নং মন্ডলের শশুঘোষ গ্রামের শিব মন্দিরে পুজো দেন এবং এলাকার স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলেন। এরপর তিনি শশুঘোষ ৩ নং মন্ডলের কামালপুর গ্রামে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা সারেন। দুপুরে খন্ডঘোষ ৫ নং মন্ডলের সেহারা বাজার এলাকায় বিজেপি কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে মন্ডল সভাপতি কৌশিক আশ বিজেপি কার্যকর্তাদের নিয়ে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ কে সম্বর্ধনা প্রদান করেন। বিজেপি প্রার্থীদের সাথে কথা বলেন তাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রচার ও ভবিষ্যত রাজনৈতিক নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনাও সারেন। এরপর গরুর হাটতলা থেকে সেহারাবাজার পর্যন্ত একটি প্রচার মিছিল হয় এবং ২৩৮ নম্বর বুথে দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বিজেপি প্রার্থী। তারপর সেহারাবাজারে চা চক্র কর্মসূচি করেন। এদিনের কার্যক্রমের উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি তথা বিষ্ণুপুর লোকসভার কো কনভেনার মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র, জেলা সাধারণ সম্পাদিকা শম্পা মাথুর, জেলা সহ সভাপতি হরেকৃষ্ণ মন্ডল, খন্ডঘোষ বিধানসভার কনভেনার অরূপ ভট্টাচার্য্য সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

নিউ জলপাইগুড়িতে থ্রু পাসিং এবং প্ল্যাটফর্ম রিটার্নড ট্রেনের কোচে ওয়াটার টপিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ১৭-ডব্লিউটি-এনজেপি-২৩; তারিখঃ ০৪-০৩-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ দুই (০২) বছর সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি প্ল্যাটফর্মে থ্রু পাসিং এবং প্ল্যাটফর্ম রিটার্নড ট্রেনগুলির কোচে ওয়াটার টপিং। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,০৮,৮৫,১৭৫.৮০/- টাকা; বায়নার ধন ঃ ৩,০৪,৪০০.০০/-টাকা। ই-টেন্ডার ২৬-০৩-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৬-০৩-২০২৪ তারিখের ১৬.৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-০৩-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. কেপিএ/ইজি/ওটি-০৯/২৩-২৪, তারিখঃ ০৪.০৩.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য স্বনামধন্য, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত উপযুক্ত আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ঠিকাদার থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নোটিস নং. কেপিএ/ইজি/ ওটি-০৯/২৩-২৪। কাজের নামঃ কাঁচরাপাড়া - কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে ক্রিটিকাল ওয়ার্ক সেন্টারে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। কাজের আনুমানিক মূল্যঃ ₹ ৯০,১৭,০১৮.০০; টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি)ঃ শূন্য। বায়না অর্থঃ ₹ ১,৮০,৪০০.০০; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ৬ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৭.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। সম্পূর্ণ টেন্ডার এবং নথির বিশদ এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in থেকে দেখা এবং পাওয়া যাবে। টেন্ডারের জন্য দরপ্রস্তাব ওপরের ওয়েবসাইটে দাখিল করতে হবে। ২৭.০৩.২০২৪ তারিখ ২টোর মধ্যে উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। MISC-268/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Panchghara Gram Panchayat
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING E-TENDER

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: **NIT NO: PGP/105/2024, DT: 05/03/2024, Sl No: 1 to 6** Bid submission start date (Online) **06/03/2024 at 9.00 am** and last date for online Bid submission up to **12/03/2024 1.00 pm**. The details information and uploading / Downloading are available in the website.

Sd/-
Pradhan,
Panchghara Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
Notice Inviting e-Tender
Notice(NIT) No. WBMAD/C/HCM/Gen/NIT2/3e/24
Memo No.:5717/Gen/SS **Dated: 05/03/2024**

e-Tenders are invited from manufacturers/suppliers for the Supply of 30kVA and 62.5 kVA Power Diesel Generating Sets under this municipality vide Tender ID No. **2024_MAD_680352_1**. Closing date of bid submission is **16/03/2024 up to 14.00 hours**. Detailed information will be available from the General/Establishment dept. of this municipality and bidding website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Office of the Narrah Gram Panchayat
Vill & P.O. Narrah, Bankura
Notice Inviting Tender No.-005/E/NGP/2023-2024

The Pradhan, Narrah GP under Bankura-II Panchayat Samity invites percentage rate e-tender for the **2(Two)Nos**. different works. Last date of downloading documents **08/03/2024 at 17.00 Hours**. Last date of closing of submission of Technical & Financial Bid on **08/03/2024 at 17.00 Hrs**. Date of Opening of Technical Bid on **11/03/2024 at 10.30 Hrs**. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Narrah Gram Panchayat

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-35/2023-24
(Memo No: 562, Dated: 06/03/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of one (01) no. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ অভিভাবকদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চ ঃ ফের সামনে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা। সেন্টারে গরহাজির এবং খাবারে বেনিয়মের অভিযোগে কর্মীকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ অভিভাবক এবং স্থানীয়দের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোহরপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়ে এই অভিযোগ উঠে এসেছে। স্থানীয় এবং অভিভাবকদের অভিযোগ শিশু এবং প্রসূতিরা সঠিক ভাবে খাবার পাচ্ছে না। এই কেন্দ্রের কর্মী লক্ষী বসাক বেশির ভাগ দিন সেন্টারে আসছেন না। বদলে সেন্টার চালাচ্ছেন তার দিদি ভারতী বসাক। যার ফলে হচ্ছে না পড়াশোনাও। তালিকা অনুযায়ী নিয়ম মেনে ডিম দেওয়া হচ্ছে না শিশু এবং প্রসূতিদের। এই সেন্টারের নিজস্ব ভবন রয়েছে। কিন্তু রান্নার জন্য মজুত খাদ্য সামগ্রী সেখানে না রেখে নিজের বাড়িতে রাখেন লক্ষ্মী বসাক। বুধবার লক্ষী বসাককে সেন্টারে দেখতে পেয়েই ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় এবং অভিভাবকরা। যদিও লক্ষী বসাকের দাবি তিনি ঠিক ভাবেই আসেন। কখনো উপস্থিত না থাকতে পারলে তবেই তার দিদি আসেন ডিম দেওয়ার জন্য। খাবারও নিয়ম মেনে দেওয়া হয়। সাথে তার পাল্টা অভিযোগ এই সেন্টারের পার্শ্ববর্তী একটি মন্দির কমিটির লোকেরা চার বস্তা চাল চেয়েছিল। তিনি দিতে না চাওয়াই তারা এই মিথ্যা অভিযোগ করছে। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সিডিপিও অলোক মন্ডল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কার্যত পাশেই দাড়িয়েছেন সিডিপিও। তিনি বলেন, মনে হচ্ছে ওই পুজো কমিটি চালের বস্তা চেয়েছিল। সেটা দিতে অস্বীকার করার জন্যই এই সমস্যা। বাকি আর যা অভিযোগ আমি আরেকবার নিজে খতিয়ে দেখব।

তালা দিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৬ মার্চ ঃ ঝাড়গ্রামের জাম্বনী কিষাণ মান্ডিতে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাল চাষি। জানা গেছে শান্তিপদ পাল নামে এক চাষি কিষাণ মান্ডিতে ধান বিক্রি করে সরকারি ন্যায্য মূল্যের আবেদন করে। ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও তার টাকা না পাওয়াতে বার বার জানান তিনি। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের দারস্থ হন তিনি। কিন্তু কোনো উত্তর না মেলায়। বুধবার সকাল ১০ টার সময় কিষাণ মান্ডিতে এসে তালা লাগিয়ে দেন। টাকার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান প্রায় ২.৩০ মিনিট তালা বন্ধ থাকে কিষাণ মান্ডিতে। পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশে বিক্ষোভ তোলা হয়।

মায়াপুর ইস্কনে শ্রীল প্রভুপাদের দুষ্প্রাপ্য ছবি- পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনীতে আগ্রহীদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ৬ মার্চ ঃ বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুরু, আচার্য ও গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের জীবন ও তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে ২০০০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম প্রদর্শনী চলছে মায়াপুরে ইসকনের 'টেম্পল অফ বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়ামে'। প্রদর্শনী দেখতে বাড়ছে আগ্রহীদের ভিড়। সারস্বত বৈষ্ণব সমাজের সহযোগিতায় অতি সম্প্রতি শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলার কথা ২৯ মে পর্যন্ত। এটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে কলকাতার ভক্তিঃবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে। উল্লেখ্য, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে তৎকালীন ভারতে ৬৪টি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের বাইরে ব্রহ্মদেশ, জার্মানী এবং ইংল্যান্ডেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর সুবাদে দেশের বাইরেও কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁকে নিয়ে বিশাল প্রদর্শনী খোলা হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। প্রভুপাদের পাণ্ডুলিপি, তাঁর লেখা বই, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের পাশাপাশি প্রভুপাদের দুষ্প্রাপ্য ছবিও এই প্রদর্শনীতে দেখার সুযোগ থাকছে। গৌড়ীয় ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদান এই প্রদর্শনীর মাধ্যমেই তুলে ধরা হয়েছে। এপর্যন্ত ইসকনে যতগুলি প্রদর্শনী হয়েছে তার মধ্যে এটিই অন্যতম ও সবচেয়ে বড় আকারের বলে মনে করা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রভুপাদ যে পরিব্রাজক হিসাবে ভ্রমণ করেছিলেনন তাও তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীটিতে। প্রদর্শনীটি সাজিয়ে তুলেছেন বিশিষ্ট শিল্প নির্দেশক যাদব সেন। গবেষণা করেছেন ভক্তিঃবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের গ্রন্থাগারিক সৌরিশ দাস। ৯৬ টি প্যানেলে ৫০০০ - এর বেশি আর্টিকেল এই প্রদর্শনীতে স্থান করে নিয়েছে। টেম্পেল অফ বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম এর নির্দেশক ব্রজবিলাস দাস প্রভু এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ইউনেস্কো শ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের মতো দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীকে তাদের বার্ষিকী উদ্‌যাপনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। মূলত ইস্কন মন্দিরের জন্য মায়াপুরে সারা বছর পুণ্যার্থী থেকে সাধারণ পর্যটকের অভাব হয় না। এই প্রদর্শনী চলাকালীন মন্দিরের পাশাপাশি মায়াপুরেও পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে বলে অনুমান।

প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ মার্চ ঃ দিনহাটার ভেটাগরি এলাকায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক এর বাড়ির সামনে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির অবস্থান বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। কামতাপুর পার্টির পক্ষ থেকে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষবে বসতে গেলে বিজেপি পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনীর মোতায়েন করা হয়। অবশেষে অবস্থান বিক্ষোভ করতে না পেরে কামতাপুর প্রগ্রেসের পার্টির সদস্যরা এলাকায় একটি মিছিল সংগঠিত করে। কামতাপুর সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার রায় বলেন, বিগত দিনে নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অমিত শাহ কোচবিহারে কামতাপুরী, রাজবংশী মানুষদের বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোন প্রতিশ্রুতি রাখেননি। কোচবিহারের মানুষদের বলা হয়েছিল কোচবিহারে এইমস তৈরি করা হবে, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তৈরি করা হবে এবং কোচবিহারের উন্নয়ন করা হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য করা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখ ০৫.০৩.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- ক্র.নং.১. টেন্ডার নং. টিএন-১৮৭-২৩-২৪। কাজের নামঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসত-এর আওতাধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বিভিন্ন স্থানে সেস/সাব-ব্যাঙ্ক মেরামতির দ্বারা পাড় পুনর্বাসন। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ২,২১,৫৮,৫২৭.০০। বায়না অর্থঃ ₹ ২,৬০,৮০০.০০। ক্র.নং.২. টেন্ডার নং. টিএন-১৯৩-২৩-২৪। কাজের নামঃ [i] হাসনাবাদে - সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/বারাসত-এর অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে গার্ড এবং ড্রাইভার-এর জন্য রানিং রুম-এর ইআই বিল্ডিং-এর ওপরে অতিরিক্ত তল নির্মাণের প্রস্তাব এবং [ii] সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার[II]/শিয়ালদহ-র অধীনে বিভিন্ন পি.ওয়ে ইউনিটে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টুলবক্স সমেত গ্যাং হাট কাম রেস্ট রুম (০২টি) ব্যবস্থা করার কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৬৪,০৪,৬৩৫.০০। বায়না অর্থঃ ₹ ১,২৮,১০০.০০। ক্র.নং.৩. টেন্ডার নং. টিএন-১৯৪-২৩-২৪। কাজের নামঃ সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার [II]/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে [মোট=৮টি] অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ বারাসাত-এর অধীনে ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট সার্ফেসিং দ্বারা সড়ক উপরিতলের উন্নয়ন বারাসাত - বনগাঁ শাখায় এলসি গেট নং. টি/২৩, টি/২৭, টি/২৮, বনগাঁ - রানাঘাট শাখায়, এলসি গেট নং. টি/২৩, বারাসাত - দমদম ক্যান্টনমেন্ট শাখায় এলসি গেট নং. ই/১১ এবং বারাসাত - হাসনাবাদ শাখায় এলসি গেট নং. ই/১, ই/৬, টি/৫২-এব। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ১,৫৬,৭৩,৩৫১.০০। বায়না অর্থঃ ₹ ২,২৮,৪০০.০০। ক্র.নং.৪. টেন্ডার নং. টিএন-১৯৫-২৩-২৪। কাজের নামঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার [ওয়ার্কস]/সোনারপুর-এর অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বিভিন্ন স্থানে সেস/সাব-ব্যাঙ্ক মেরামতির দ্বারা পাড় পুনর্বাসন। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৫,৮৩,২৮,৪৩৪.০০। বায়না অর্থঃ ₹ ৪,৪১,৭০০.০০। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ প্রত্যেকটির জন্য ক্র. নং. ১ ও ৩-এর জন্য ১২ (বারো) মাস, ক্র. নং. ২-এর জন্য ০৮ (আট) মাস এবং ক্র. নং. ৪-এর জন্য ১৮ (আঠারো) মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০১.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার নথি ও বিশদ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশন্স অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্ম-এর মূল্য শূন্য। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ০১.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। SDAH-406/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (M)/Roads, KMC invites tender online quotation two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/E-16/2023-24
Name of the work: **Rewinding, heat varnishing & replacement of bearings of Squirrel Cage Induction Motors at Asphaltum Goragacha Plant.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **₹ 7,800.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **20.03.2024 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **22.03.2024 - 3 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-38/2023-24
Name of the work: **Engagement of movable type loader on hire basis for different work under Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **₹ 7,300.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **20.03.2024 - 3 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **22.03.2024 - 4 p.m.**

(3) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-31/2023-24
Name of the work: **Repairing of top and bottom part of Hot Elevator with tension apparatus and allied work of 120 TPH capacity Batch Mix Plant under Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **₹ 8,800.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **20.03.2024 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **22.03.2024 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.03.2024 (4 p.m.) (For Sl. No. 1) & 12.03.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 2 & 3).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Dy. Chief Engineer (E)/S&D, KMC invites tender online percentage/item rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/GRBU/SO-26/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Repairing, refilling and installation of ABC powder type fire extinguishers of five nos. drainage pumping station under GRBU.** Estimated cost: **₹ 1,12,338.00.** Earnest money: **₹ 2,300.00.** Period of completion: **12 days.** Last date and time of submission of bid: **19.03.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2024 at 5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-08R/23-24 (2nd Call)
Name of the work: **Urgent heat vernishing, repairing of stator and replacement of defective slip ring and bearing of 40 HP, 30 KW, 3 PH, slipring motor of pump unit no. 5 at JDPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 5,400.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **16.03.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.03.2024 at 5 p.m.** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (M)/Sewer Cleansing Wing under S&D Department, KMC invites tender online quotation two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/S_D/SCD(S)/2023-2024/14
Name of the work: **Thorough overhauling & repairing of bucket machine set engine no. (15-16) with allied works under M.S.C.D. (South).** Estimated cost: **Not applicable.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **07 days.**

(2) NIT No. : KMC/S_D/SCD(S)/2023-2024/15
Name of the work: **Miscellaneous repairing with replacement of various spare parts of various G.C. machines vehicle nos. WB-03C-0582, 0583, 0585 & 0591 under M.S.C.D. (South).** Estimated cost: **Not applicable.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **18.03.2024 (1.30 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposal: **20.03.2024 (2 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on and from **10.03.2024 (9 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EEBS/HQ/III/30/02/23-24/386 (1st Call)
Name of the work: **Development of modern road side urinal at 135 Narkeldanga Main Road in Ward No.-30, BR-III.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 4,09,340.28.** Earnest money: **₹ 8,200.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **21.03.2024 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **23.03.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.03.2024 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (E), Lighting, Zone-III, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/701
Name of the work: **Installation of street lighting system at 25, 28, 32, 45, 103 Karl Marx Sarani (C.G.R. Road) under BR-IX.** Estimated amount: **₹ 2,82,351.56.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **18.03.2024 up to 12 noon.** Tender (Technical) opening date: **18.03.2024 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.03.2024 from 2 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only.

The Dy. Chief Engineer (SWM-II), KMC invites tender online item rate two bids system for the following works:

(1) NIT No. : SWM-II/DIST-III/18/2023-24
Tender ID : **2024_KMC_679809_1.** Name of the work : **Repairing & painting of one no. TPS make portable stationary compactor (TPS-PC-132) of Dist-III Garage.** Estimated amount: **₹ 2,61,313.00.** Earnest money: **₹ 5,300.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : SWM-II/DIST-III/19/2023-24
Tender ID : **2024_KMC_679809_2.** Name of the work : **Repairing & painting of one no. TPS make portable stationary compactor (TPS-PC-16E234) of Dist-III Garage.** Estimated amount: **₹ 2,58,905.00.** Earnest money: **₹ 5,200.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **20.03.2024 up to 1 p.m. (For Sl. No. 1 & 2)** The bid forms and other details are available on and from **05.03.2024 (2 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The CME (SWM), KMC invites tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : SWM-II/DH/09R/2023-24
Tender ID: **2024_KMC_678610_1.** Name of the work: **Jungal cutting, sweeping and cleaning of drain inside Dhapa Garage for keeping the Garage premises clean to avoid different types of health hazards and also for delivering smooth conservancy services.** Estimated amount: **Open.** Earnest money: **₹ 2,200.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **18.03.2024 up to 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.03.2024 (1 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (S&D), KMC invites tender online item wise rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/MM/01/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Manufacturing, supply of CI diffuser & SS-304 impeller shaft as per sample for 30 cusec capacity pump at MMPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 8,200.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **18.03.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **09.03.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** (1538/23-24)

সাইবার প্রতারণার শিকার কলেজ ছাত্রী,

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চ ঃমানিকচকে সাইবার প্রতারণার শিকার এবার কলেজ ছাত্রী। পরিবারের অজান্তে টাকা দিয়ে দেওয়ায় ফলে মানসিক অবসাদে ভুগছে সেই ছাত্রী। পরিবার বিষয়টি জানতে পেরে ইতিমধ্যে সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে। মানিকচকের লালবাথানি এলাকার বাসিন্দা পেশায় চাষি বিপিন সরকার। তার বড় মেয়ে মানিকচক কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী বিউটি সরকার। জানাগেছে বিগত বছর জিএনএম ও এএনএম কোর্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেয় বিউটি। তবে সেইসময় সে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। সেই সময় তার এক বান্ধবী তাকে গোপাল ঘোষ নামে এক শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন, এবং জানান তার সাথে যোগাযোগ করলে সে নার্সিং কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। কিন্তু সে তাতে আগ্রহ দেখায়নি। তবে বিগত বছর ডিসেম্বর মাসে তার কাছে এক অজানা নম্বর থেকে ফল আসে এবং সে নিজেকে গোপাল ঘোষ নামে পরিচয় দেয়। সে বিউটিকে জানায় নার্সিং কোর্সে ভর্তি হতে গেলে তাকে প্রথমে ২৫০০ টাকা অনলাইনে প্রদান করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। প্রথমে বিউটি রাজি না হলেও পরবর্তীতে সুযোগ পাওয়ার আশায় সেই টাকা প্রদান করে। তারপর থেকেই শুরু হয় সেই প্রতারণার চক্র। পরবর্তীতে অনলাইন ক্লাস এবং নোটস নেওয়ার জন্য তার কাছে আরও টাকা চাওয়া হয়। এদিন এবিষয়ে বিউটি মন্ডল কাঁদতে কাঁদতে বলেন, তার কাছে থাকা স্কলারশিপের প্রায় ৩০ হাজার টাকা এবং বাবার দেওয়া প্রায় দেড় লক্ষ টাকা তিনি গোপনে পরিবারকে না জানিয়ে সেই প্রতারককে প্রদান করেছেন। তার কাছে টাকা ফেরত চাইলে সে বিভিন্ন রকম হুমকি দেয়। এমনকি আরও টাকা না দিলে তাকে বিভিন্ন রকম অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে বলে জানায় সেই প্রতারক। বিষয়টি পরিবার জানতেই মালদা সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

ধরমশালার পিচেও দুই স্পিনার নিয়ে খেলবে ইংল্যান্ড

ধরমশালা, ৬ মার্চঃ ধরমশালাতেও বদলে গেল ইংল্যান্ডের প্রথম একাদশ। ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চম তথা শেষ টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। দলে দুই স্পিনার রেখেছে তারা। আগের টেস্টে প্রথম একাদশে ফেরা ওলি রবিনসনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বদলে ঢুকেছেন মার্ক উড। এই একটিই বদল হয়েছে। রাজকোটে তৃতীয় টেস্টে খেলেছিলেন উড। কিন্তু রাঁচিতে তাঁকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। বদলে দলে আসেন রবিনসন। প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ অর্ধশতরান করেন তিনি। সে রকম বল করার সুযোগ পাননি। পঞ্চম টেস্টে আবার তাঁকে বসিয়ে উডকে দলে ফেরানো হল। অপর পেসার জেমস অ্যান্ডারসন অবশ্য প্রথম একাদশে রয়েছেন। ধরমশালার পরিবেশ দেখে মনে করা হয়েছিল, এক জন অতিরিক্ত পেসার খেলাবে ইংল্যান্ড। অর্থাৎ, এক জন স্পিনারকে বসিয়ে উডকে নেওয়া হবে। কিন্তু সেটা করল না ইংল্যান্ড। কয়েক দিন আগে রঞ্জির একটি ম্যাচে এই মাঠে ৩৬টি উইকেট পড়েছিল। সব ক'টিই নিয়েছিলেন পেসারেরা। তার পরেও দুই স্পিনার খেলাচ্ছে ইংল্যান্ড। ইতিমধ্যে ১-৩ ব্যবধানে সিরিজ হেরে গিয়েছে ইংল্যান্ড।

বাজবল নিয়ে ডাকেটকে বাউন্সার রোহিত শর্মার

'পন্থের ব্যাটিং দেখলে ও এই কথা বলতো না'

ধরমশালা, ৬ মার্চঃ জাতীয় টিমের ডিউটি না থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে, বিসিসিআই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে ক্রিকেটারদের। বোর্ডের ফতোয়া যদি না মানেন, কী শাস্তি হতে পারে? শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষাণকে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে কম বিতর্ক চলছে না। কেউ মনে করছেন, বোর্ডের কঠোর মনোভাব অত্যন্ত জরুরি। আবার কেউ মনে করছেন, বোর্ড দু'রকম নীতি তুলে ধরেছে। হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে ছাড় কেন দেওয়া হল? জটিল পরিস্থিতিতে কিন্তু ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা চরম বার্তা দিলেন শ্রেয়স-ঈশানকে। কাল থেকে ধরমশালায় সিরিজের পঞ্চম ও অন্তিম টেস্ট শুরু। সিরিজে ৩-১ এগিয়ে ভারত। কিন্তু ওই ম্যাচও হাতছাড়া করতে নারাজ রোহিত ও তাঁর দলবল। বুধবার প্রেস মিটে ভাবনা ও পরিকল্পনা পরিষ্কার করে দিয়েছেন রোহিত। ঠিক তেমনই জানিয়ে দিয়েছেন, শ্রেয়স ও ঈশানকে নিয়ে তাঁর মনোভাব কী! রোহিত বলেছেন, ''প্লেয়ারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেই অহবে। যদি না মেডিক্যাল টিম তাদের কোনও সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। ঘরোয়া ক্রিকেট গুরুত্বপূর্ণ। সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমি মুম্বই বনাম তামিলনাড়ু ম্যাচ টিভিতে দেখেছি। ঘরোয়া ক্রিকেটকে কিন্তু গুরুত্ব দিতেই হবে। এটাই ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাথমিক বিষয়।'' শ্রেয়স ও ঈশান, দু'জনেই বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করেছেন। ভারতীয় টিমের কোচ রাহুল দ্রাবিড় বারবার বলা সত্ত্বেও ঝাড়খণ্ডের হয়ে রঞ্জি খেলতে নামেননি ঈশান। এমনকি, ইংল্যান্ড সিরিজে তাঁকে খেলার জন্য যোগাযোগ করা হলেও তিনি রাজি হননি, এমনও শোনা গিয়েছে। ফলে, বোর্ডের তাঁর উপর যে একরাশ ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা প্রমাণও হয়েছে। শ্রেয়সের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এক। এনসিএ থেকে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে রাজি হননি। শ্রেয়সও নাকি কেকেআরের নেটে যোগ দিয়েছিলেন। তাই এই দু'জনকে চুক্তি থেকে বাদ দিয়ে উদাহরণ তৈরি করেছে বোর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেটের বদলে আইপিএল খেলার প্রতি ঝোঁক বেশি এই প্রজন্মের। যা একেবারেই মেনে নিতে পারছে না বোর্ড। অধিনায়ক রোহিত শর্মাও চান, নতুন প্রজন্ম যেন ঘরোয়া ক্রিকেটকে সমান গুরুত্ব দেয়। সেই কারণেই তিনি কড়া বার্তা দিলেন শ্রেয়স-ঈশানকে। বাজবল স্টাইল নিয়ে বিরাট গর্ব করেন ইংল্যান্ডের বর্তমান ক্রিকেটাররা। বাজবল স্টাইলে খেলে একাধিক প্রতিপক্ষ টিমের বিরুদ্ধে সফলও হয়েছে ইংল্যান্ড।

কিন্তু এই বাজবল তত্ত্ব ভারতে কাজে লাগাতে পারেননি বেন স্টোকসরা। বাজবল জমানায় ভারতীয় টিমের কাছে প্রথম বার টেস্ট সিরিজ হেরেছে ইংল্যান্ড। ভারত সফরে এসে বেন ডাকেট এর আগে জানিয়েছিলেন, তাঁদের খেলার ধরণ দেখে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররাও নিজেদের খেলার স্টাইল বদলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার ডাকেটের এই বক্তব্য ভালোভাবে নেননি। যার ফলে ধরমশালা টেস্টের আগে ডাকেটকে ছেড়ে কথা বললেন না হিটম্যান। যশস্বী জয়সওয়াল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাজকোটে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দেখে ডাকেট বলেছিলেন, ভারতীয় তরুণ ক্রিকেটার তাঁদের বাজবল খেলার স্টাইল থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ইংল্যান্ডের আক্রমণাত্মক খেলা দেখেই নাকি ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাঁদের ব্যাটিং স্টাইল বদলানোর চেষ্টা করছেন। এই মন্তব্যের এ বার পাল্টা দিলেন রোহিত শর্মা। বাজবল টেকনিক ভারত যে অনুসরণ করছে না এ কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রোহিত শর্মা দলের তারকা ক্রিকেটার ঋষভ পন্থের উদাহরণ টেনে আনেন। পঞ্চম টেস্টের আগে প্রেস কনফারেন্সে রোহিত বলেন, ''যশস্বী নাকি বেন ডাকেটের ক্রিকেট খেলা দেখে শিখেছে? আমাদের টিমে ঋষভ পন্থের নামে একটা ক্রিকেটার ছিল, সম্ভবত বেন ডাকেট ওর খেলা দেখেনি। পন্থের ব্যাটিং দেখলে হয়তো ডাকেট এ কথা বলত না।'' ঋষভ পন্থ এক বছরেরও বেশি সময় মাঠের বাইরে। খুব শীঘ্রই তিনি আবার ২২ গজে ফিরবেন। তাঁর আক্রমণাত্মক খেলা ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অনুরাগীরা বেশ পছন্দের তো বটেই। একাধিক ক্রিকেট প্রেমীরাও পন্থের ব্যাটিং মুগ্ধ হয়ে দেখেন। ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলাবলি করছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে হয়তো অভিষেক হবে দেবদত্ত পাড়িক্কালের। কারণ, এই সিরিজে অভিষেক হওয়া রজত পাতিদার নিজের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য রোহিত শর্মা জানালেন, এত তাড়াতাড়ি রজতকে বাদের খাতায় দিতে চায় না টিম ম্যানেজেমেন্ট। রোহিত বলেন, ''রজত পাতিদার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। আমার ওকে ভালো লাগে। ওকে প্রতিভাবান ক্রিকেটার বলেই মনে হয়। আমাদের ওকে আরও একটু সময় দেওয়া উচিত।'' হিটম্যানের এই ইঙ্গিতের ফলে অনেকেই বলা শুরু করেছেন, তা হলে শেষ টেস্টেও সুযোগ পাচ্ছেন হয়তো রজতই। দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট হেরেছিল রোহিতব্রিগেড। স্বাভাবিকভাবেই সেই ধাক্কা কাটিয়ে যে ভাবে টিম ইন্ডিয়া সিরিজ মুঠোয় ভরেছে, তাতে খুশি ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁর কথায়, ''এই সিরিজে আমরা দারুণ কামব্যাক করেছি। আমরা যতবার চাপে পড়েছি, ঠিক ততবার ইংল্যান্ডকে পাল্টা চাপেও ফেলেছি। এটা আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'' ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মার ক্যাপ্টেন্সি নিয়েও বিরাট আলোচনা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রোহিতের বক্তব্য, ''আমি স্কুলে বেশি পড়িনি। আমি এখানে অধিনায়ক হিসেবে অনেক কিছু শিখছি।'' অধিনায়ক হিসেবে সত্যিকার অর্থেই রোহিত শর্মা বেশ সফল। বাজবল জমানায় ইংল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে হারানো প্রথম অধিনায়কও রোহিত শর্মা।

সোনার স্বপ্নে একাকার হরমনপ্রীতরা, অলিম্পিকে প্রতিপক্ষ কারা?

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চঃ টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় হকির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। ৪০ বছর পর অলিম্পিক থেকে এসেছিল পদক। মনপ্রীত সিং, হরমনপ্রীত সিংরা ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। সেই সাফল্য নতুন দিশা দেখিয়েছে ভারতীয় হকিকে। একে একে উঠে এসেছেন নতুন তারকা। যাঁরা স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সাফল্যের। প্যারিস অলিম্পিকেও পদকের স্বপ্ন নিয়ে নামবেন ভারতীয় হকি প্লেয়াররা। চার মাস আগেই প্যারিস অলিম্পিকের সূচি প্রকাশ

হয়ে গেল। টোকিও যেমন কঠিন ঠাঁই ছিল, প্যারিস অলিম্পিকও তাই হবে। তবে কোচ ক্রেগ ফুলটন এখন থেকেই ঘর গোছানোর শুরু করে দিয়েছেন। দীর্ঘমেয়াদি শিবির যেমন থাকছে, তেমনই প্রথম সারির টিমগুলোর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। অলিম্পিকে ভারতের প্রতিপক্ষ কারা? ২৭ জুলাই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ভারতের। ভারতীয় সময় রাত ৯টায় খেলতে নামবেন হরমনপ্রীতরা। ঘটনাচক্রে, টোকিও অলিম্পিকেও ভারতের প্রথম ম্যাচ ছিল কিউয়িদের বিরুদ্ধেই। দ্বিতীয় ম্যাচ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে, ২৯ জুলাই বিকেল ৪-১৫ থেকে। প্রথম দুটো ম্যাচই বেশ কঠিন ভারতের জন্য। তবে গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচ তুলনায় সহজ। ৩০ জুলাই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে নামবে ভারতীয় হকি টিম, বিকেল ৪-৪৫ থেকে। পরের ম্যাচ অবশ্য আরও কঠিন। ২০২০ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ম্যাচ ২ আগস্ট। এর মধ্যে একটাই আক্ষেপ থেকে যাচ্ছে, ভারতের মহিলা হকি টিমকে প্যারিস অলিম্পিকে দেখা যাবে না। গত বারের ব্রোঞ্জ থেকে এ বার আর এক ধাপ এগোতে চাইছে ভারত। তাই প্রতিপক্ষ যে টিমই হোক না কেন, সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ভারত। টোকিও গেমসের পর থেকে ভারতীয় হকি অনেকটাই এগিয়েছে। এশিয়ান গেমস থেকে সোনা জিতেছিল ভারত। ওই দুরন্ত পারফরম্যান্সই অলিম্পিকের মঞ্চে তুলে ধরতে চাইছেন হরমনপ্রীতরা।

সেরা ১০এ ঢুকে পড়লেন যশস্বী, এগোচ্ছেন বিরাট

দুবাই, ৬ মার্চঃ স্বপ্নের ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যশস্বী জয়সওয়াল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পর পর দুটো ডাবল সেঞ্চুরি সহ ৬০০র বেশি রান করে ফেলেছেন বাঁ হাতি ওপেনার। ভারতীয় ক্রিকেট যে সুরক্ষিত হাতে, তা প্রমাণ করে চলেছেন ২২ বছরের তারকা। এতেই শেষ নয়, এই যশস্বীর হাত ধরেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৩-১ সিরিজে এগিয়ে রোহিত শর্মার ভারত। ধরমশালায় শেষ টেস্টে নামার আগে এই যশস্বীই দিলেন আরও বড় লাফ। বহু তারকাকে পিছনে ফেলে অভিনব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন যশস্বী। আইসিসির সদ্য প্রকাশিত টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা ১০এ ঢুকে পড়েছেন যশস্বী। আগের প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২তে ছিলেন তিনি। সেখান থেকে সরাসরি ১০এ

চলে এলেন। ৭২৭ পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। ৭২০ পয়েন্ট নিয়ে তাঁর ঠিক পিছনেই রয়েছেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। পিতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলছেন না। তাও এক ধাপ উঠেছেন বিরাট কোহলি। আটে রয়েছেন তিনি। ব্যাটারদের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথকে তিনে ফেলে দুইয়ে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ডের জো রুট।

এমআই শিবিরে স্বস্তি, আইপিএল-এর আগে নেট কাঁপাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব

মুম্বই, ৬ মার্চঃ ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের আইপিএলের জন্য মনটা কেমন আনচান করছে। মার্চে মাসের একটা করে দিন পেরোচ্ছে, আর আইপিএলের দিন ঘনিয়ে আসছে। ২২ মার্চ শুরু হবে ১৭তম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। এ বার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ভক্তদের জন্য সুখবর। নেট কাঁপানো শুরু করেছেন মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি। আইপিএলের আগে স্বাভাবিকভাবেই সূর্যকুমার যাদবের নেটে ফেরার ভিডিয়ো দেখে মন ভালো হয়ে উঠেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অনুরাগীদের। নেটে নিজের ব্যাটিং অনুশীলনের ভিডিয়ো ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করেছেন ভারতের মিডল অর্ডারের তারকা সূর্যকুমার যাদব। সঙ্গে লিখেছেন, 'আমার ভালো লাগছে।' যা দেখেই পরিষ্কার আইপিএলের আগে ছন্দ ফিরে পেতে চাইছেন সূর্যকুমার যাদব। সার্জারির পর প্রথম বার নেটে নেমেছেন সূর্যকুমার যাদব। তিনি স্পোর্টস হার্নিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে জার্মানিতে সূর্যকুমার যাদবের সফল অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তারপর বেঙ্গালুরুর

জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবে ছিলেন স্কাই। এ বার আইপিএল শুরু হওয়ার আগে নেমে পড়লেন মাঠে। ২৪ মার্চ এ বারের আইপিএল যাত্রা শুরু করবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত শর্মা নয়, এ বার হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে নতুন যুগ শুরু হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। আইপিএলের পরই রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টি-২০ ফর্ম্যাটে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার সূর্যকুমার যাদব। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মঞ্চে স্কাই নিজের সেরা ছন্দ ফিরে পেলে আত্মবিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেবে টিম ইন্ডিয়া।

চেন্নাইয়ে পা মাহির, আইপিএল-এর আগে কোন 'নতুন ভূমিকা'য় দেখা যাবে ধোনিকে?

চেন্নাই, ৬ মার্চঃ আর ঠিক সপ্তাহ দু'য়েক পর শুরু হবে ভারতীয় ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেটাররা কোমর বেঁধে আইপিএলের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন। এ বার চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে যোগ দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। থালা সিএসকের ভক্তদের আবেগ। শুধু তাই নয়, মহেন্দ্র সিং ধোনি চেন্নাই শিবিরের হিরে। এ বারের আইপিএলে ধোনি চেন্নাইকে নেতৃত্ব দেবেন কিনা, তা নিয়ে এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এ কথা নিশ্চিত যে তিনি চেন্নাই শিবিরেই থাকবেন। কয়েকদিন আগে ধোনি একটি ফেসবুক পোস্ট করেছিলেন। তারপর থেকে মাহিভক্তদের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, এ বার হয়তো আর ধোনি সিএসকের নেতা থাকবেন না। তা হলে কোন ভূমিকায় দেখা যাবে ধোনিকে। চেন্নাই সুপার কিংসের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এ ক্স-এ মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই শিবিরে যোগ

দেওয়ার ভিডিয়ো ও ছবি শেয়ার করা হয়েছে। একেবারে ফিল্মি কায়দায় সিএসকে শিবিরে ধোনির এন্ট্রির ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। টিম হোটেলে ধোনিকে স্বাগত জানানো হয়। এ বার ২২ গজে সিএসকের অন্যান্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে নেমে পড়বেন মাহি। গত বছরের আইপিএলের পর তাঁর হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার পর নিয়মিত জিমে যাচ্ছিলেন। এবং নতুন বছরের শুরু থেকে তাঁকে নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সেই সকল ছবি-ভিডিয়ো সকলের মুঠোয় ছিল। এ বার সিএসকের ক্রিকেটারদের সামনে থেকে ধোনির উদ্বুদ্ধ করার পালা। হয়তো সিএসকের প্রিয় থালা আর নেতার দায়িত্বে নয়, মেন্টরের ভূমিকায় ১৭তম আইপিএলে থাকবেন। সম্প্রতি তিনি নিজেই নতুন ভূমিকায় নতুন মরসুমে নামার কথা জানিয়েছিলেন। ধোনি ফেসবুকে লিখেছিলেন, 'নতুন মরসুমে নতুন ভূমিকায় নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। সঙ্গে থাকুন!' এই পোস্টের কারণে ক্রিকেট মহলে আলোচনা চলছে যে, ৪৩ ছুঁই ছুঁই ধোনিকে এ বারের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। গত বারের আইপিএলের শেষে ধোনি জানিয়েছিলেন, তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে অবসর নিতে চান। এ বার দেখার মাহি ভক্তদের কষ্টের সেই দিন কি এই মরসুমেই আসবে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

পিএসজিকে শেষ আটে তুললেন এমবাপে

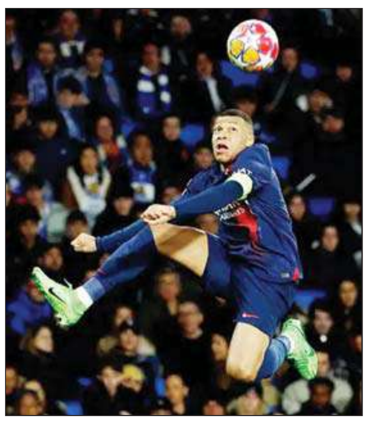

প্যারিস, ৬ মার্চঃ দলের সবচেয়ে বড় তারকা হিসেবে এমনিতেই পিএসজির ম্যাচে আলোচনায় থাকেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে গত দুই সপ্তাহে সেই আলোচনায় বাড়তি রসদ জুগিয়ে আসছে তাঁর ক্লাব ছাড়ার খবর। যে খবর সামনে আসার পর কোনও ম্যাচেই তাঁকে আর পুরো নব্বই মিনিট খেলানো হয়নি! এ নিয়ে প্রতিটি সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের মুখেও পড়ছেন কোচ লুইস এনরিকে। প্রশ্ন ওঠার কারণেই হোক বা অন্য কোনও কারণ, আজ চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে পুরো সময়ই খেলানো হয়েছে এমবাপেকে। আর ২৫ বছর বয়সী ফরাসি তারকাও আরেকবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কেন গুরুত্বপূর্ণ। শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠে পিএসজি জিতেছে ২-১ গোলে। প্যারিসের দলটির দুটি গোলই এমবাপের। এর আগে প্রথম লেগেও দুই গোল দিয়েছিল ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। এক গোল করেছিলেন এমবাপে। দুই লেগ মিলিয়ে রিয়াল সোসিয়েদাদকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে পিএসজি। প্রথম লেগে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় কোয়ার্টার ফাইনালে এক পা দেওয়াই ছিল পিএসজির। যা আরও নিশ্চিত হয়ে যায় দ্বিতীয় লেগের ১৫তম মিনিটেই। উসমান দেম্বেলের বাড়ানো বল সোসিয়েদাদ বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দুই ডিফেন্ডারকে এড়িয়ে কোনাকুনি শটে জালে পাঠান এমবাপে। পরের পনের মিনিটের মধ্যে পেয়ে যেতে পারতেন দ্বিতীয় গোলও। ২৯ মিনিটে ব্রাডলি বারকোলার পাস থেকে এমবাপের নেওয়া নিচু শট প্রতিহত করেন সোসিয়েদাদ গোলকিপার আলেহান্দ্রো রেমিরো। দ্বিতীয়ার্ধেই অবশ্য আবার গোলের আনন্দে মাতেন এমবাপে। লিং কাং-ইনের বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে বল জালে জড়ান তিনি। এটি চ্যাম্পিয়নস লিগে এমবাপের ৪৬তম গোল। আর চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৪তম। ম্যাচে এমবাপের দ্বিতীয় গোলে সোসিয়েদাদের হার নিশ্চিত হয়ে যায়। ৮৯ মিনিটে স্প্যানিশ দলটির হয়ে ব্যবধান কমানোর একমাত্র গোলটি করেন মিকেল মেরিনো। এ নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় ওঠা সবশেষ আটবারের মধ্যে তৃতীয়বার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল পিএসজি। আগের দুইবারের মধ্যে ২০১৯-২০ আসরে ফাইনাল এবং ২০২০-২১ আসরে সেমিফাইনালে খেলেছিল দলটি।

হ্যারি কেইনের জোড়া গোল, কোয়ার্টারে বায়ার্ন

মিউনিখ, ৬ মার্চঃ প্রথম লেগের ম্যাচে গোল দূরে থাক, একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। দ্বিতীয় লেগও শুরু হলো যেন সেখান থেকেই। প্রথম আধা ঘণ্টার খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বলের নাগাল সবচেয়ে কম পেলেন তিনিই (মাত্র ৭ বার)। শুরুটা এমন বাজে হলেও রাতটা শেষ পযন্ত হ্যারি কেইনেরই। ইংলিশ অধিনায়কের নৈপুণ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে লাসিওকে ৩-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জোড়া গোল করেছেন কেইন, অপর গোল টমাস মুলারের। প্রথম লেগের পর ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও

লাসিও হেরেছে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানে। বুন্দেসলিগায় বেকায়দায় থাকা (লেভারকুনেসের চেয়ে ১০ পয়েন্ট পিছনে) বায়ার্ন দুই সপ্তাহ আগে লাসিওর মাঠে প্রথম লেগ হেরেছিল ১-০ ব্যবধানে। চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাস বলছিল, নকআউটে প্রথম লেগে পিছিয়ে থাকা শেষ সাতবারের কোনোটিতেই পরের ধাপে যেতে পারেনি বায়ার্ন। তবে কেইনের সৌজন্যে আজ সেই ধারায় ছেদ ঘটিয়েছে ইউরোপের ছয়বারের চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের প্রথম আধা ঘণ্টায় দল হিসেবে বায়ার্নই খুব একটা ছন্দে ছিল না। যদিও লাসিও রক্ষণে বারবারই হানা দিচ্ছিলেন কেইন-মুসিয়ালা-মুলাররা। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বায়ার্ন প্রথম গোল করে ৩৮ মিনিটে। মুলারের হেডে বাড়ানো বল রাফায়েল গেরেইরো নিয়ন্ত্রণে নিতে না পারলে পেয়ে যান কেইন। মাথা খানিকটা ঝুঁকিয়ে হেডে বল জালে জড়ান ইংলিশ অধিনায়ক। বিরতির আগে দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায় বায়ার্ন মিউনিখ। মাথিয়াস ডি লিটের ভলি জালের পথে থাকলেও সামনে থাকা মুলার হেডে গোল নিশ্চিত করেন। মূলত, এই গোলের পরই এক প্রকার গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে বায়ার্ন। যার ছাপ ফুটে ওঠে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায়। বিরতির পর বায়ার্ন গোল পেয়েছে একটিই। তবে লাসিও সমতা ফেরাতে পারবে বা বায়ার্নের নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়েছে, এমন মনে হয়নি কখনোই। বরং, পুরো ম্যাচে ইতালিয়ান ক্লাবটি একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে আসা বায়ানের গোলটি করেন কেইন। ৬৬ মিনিটে লেরয় সানের শট লাসিও গোলকিপার প্রতিহত করলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি। সামনে থাকা কেইন সহজেই বল জালে পাঠান। এটি চ্যাম্পিয়নস লিগের এবারের আসরে কেইনের ষষ্ঠ গোল, সব মিলিয়ে ২৭তম। আর বায়ার্নের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৩ ম্যাচে ৩৩ গোল হলো তাঁর। ছাড়িয়ে গেছেন গত মরসুমে টটেনহামের হয়ে ৪৯ ম্যাচে করা ৩২ গোলকে। তবে ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে দলীয় অর্জনেই বেশি খুশি হওয়ার কথা কেইনের।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com